হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা অগাস্ট, সন্ধ্যে ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 July 2019 ■ আগরতলা, ২৭ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১০ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য বুথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন ভোটকর্মীরা। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ৯৯৪টি আসনে ২,৪৩৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আগামীকাল রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫,২৭৮টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৩৭টি এবং জেলা পরিষদে ৩৭টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। আগামীকাল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ৯৯৪টি আসনে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ২,৪৩৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে। গণনা হবে ৩১ জুলাই। এদিকে, আজ সন্ধের মধ্যেই ভোট কর্মীরা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় উন্মাদনা রয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করেছেন। তবে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে সমস্ত আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। কেবলমাত্র শাসক দল বিজেপি সব আসনে প্রার্থী দিয়েছে। তেমনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু আসনে বিজয়ী হয়েছে ক্ষমতাসীন দল। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬,১১১টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি এবং জেলা পরিষদে ১১৬টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮২টি এবং জেলা পরিষদের ৭৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি প্রার্থীরা ৮৫৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

শুক্রবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জিকে রাও জানিয়েছেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ১,৮৪৮টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সে-ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩টি আসনে সিপিএম-এর ৩৯৩ জন, কংগ্রেসের ৬১২ জন, আইপিএফটির ৩৭ জন, সিপিআই-এর ৪ জন, নির্দল ৯১ জন এবং অন্যান্য ৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৮৩৩ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২,০০৯ জন। সাথে তিনি বলেন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮২টি আসনে সিপিএম-এর ৫৬ জন, কংগ্রেসের ৬০ জন, আইপিএফটি-র ২ জন, সিপিআই-এর ১ জন, নির্দল ১০ জন এবং অন্যান্য ১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৮২ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২১২ জন। এছাড়া, জেলা পরিষদে ৭৯টি আসনে সিপিএম-এর ৬৭ জন, কংগ্রেসের ৬৩ জন, আইপিএফটি-র ২ জন, ফরোয়ার্ড ব্লকের ৪ জন এবং নির্দল ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৭৯ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২১৭ জন। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট প্রার্থী ২,৪৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, বলেন তিনি।

জিকে রাও-এর কথায়, ভোট কর্মীরা আজ সন্ধের মধ্যেই বুথে বুথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়া রাজ্যপালের শপথ ২৯শে, বিদায়ী রাজ্যপালকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরার নয়া রাজ্যপালের দায়িত্ব নিতে চলেছেন রমেশ বাইস। আগামী ২৯ জুলাই সকাল ১১টায় তিনি শপথ নেবেন। এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তানসিং সোলাঙ্কিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ১৭-তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন অধ্যাপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ২০১৮ সালের ২৫ আগস্ট ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে তিনি হরিয়ানার রাজ্যপালের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া পঞ্জাবের রাজ্যপাল হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন অধ্যাপক সোলাঙ্কি। ত্রিপুরায় তিনি তদানীন্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আজ রাজ্যপাল হিসেবে অধ্যাপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কির মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে।

রাজ্যপালের সচিব টি কে চাকমা জানিয়েছেন, বিদায়ী রাজ্যপালকে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পুরাতন রাজভবনের দরবার হল-এ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা সমারোহ হবে। তাঁর কথায়, ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি-সহ অন্য বিচারপতিরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও ত্রিপুরা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

তিনি আরও জানান, বিদায়ী রাজ্যপাল আগামী ২৮ জুলাই দুপুরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত কারগিল বিজয় দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সারা ভারতের সঙ্গে সংগতি রেখে শুক্রবার ত্রিপুরায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে কারগিল বিজয়ের ২০-তম বর্ষপূর্তি। এদিন ত্রিপুরা রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলার লিচুবাগান এলাকার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ ভারতীয় বীর জওয়ান অ্যালবার্ট এক্কার স্মরণে নামাঙ্কিত পার্কের সেনা জওয়ানদের শহিদ বেদিতে। শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি পুস্পস্তবক দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্সের জওয়ানদের তরফে শহিদদের গার্ড অব অনার জানানো হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারত এমন একটি দেশ যে প্রথমে কারও সঙ্গে নিজে লড়াইয়ে যায় না। যদি কেউ আক্রমণ করে তবে যোগ্য জবাব দেয়। পাকিস্তান এমন একটি দেশ যারা স্বাধীনতার পর তিনবার ভারতে আক্রমণ চালিয়েছে। তৃতীয়বার কারগিলে আক্রমণ চালায় এবং তারা অনেক উপর থেকে আক্রমণ করে। এর পরও ভারতীয় বীর জওয়ানদের কাছে পাক হানাদারদের পরাজিত হতে হয়। কারগিল যুদ্ধে ভারতের যে সকল বীর জওয়ানরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয়দের সুযোগ দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয়দের অগ্রাধিকারে গুরুত্ব দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর মতে, ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব হবে স্থানীয়দের সমৃদ্ধির মাধ্যমে। তাই, তাঁদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার সচিবালয়ে ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ডের প্রথম সভা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উন্নয়নের জন্য দ্যা ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড অ্যাক্ট ২০১৮ অনুযায়ী ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ভাইস চেয়ারম্যান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

আজকের সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ ও নির্মাণ কাজে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি দেখতে হবে। তা-হলে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয়দের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন কাজে সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা হলে ত্রিপুরাতেই এইসব সামগ্রীর উৎপাদন শুরু হবে। এতে পরিবহণ খরচ যেমন কম হবে, ঘটবে শিল্পের প্রসারও। তাঁর দাবি, স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ পদ্ধতি দেখে বহির্রাজ্য থেকে উদ্যোগপতিরা এখানে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবেন।

এদিনের সভায় ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করতে হবে। এদিকে আজ সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলুও আলোচনায় অংশ নেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘর্ষ ঃ বিধায়ক সহ অভিযুক্তদের হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। আমতলিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সংঘর্ষের ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট অভিযুক্তদের সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আগামী সোমবার ওই মামলার পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ ওই মামলায় অভিযুক্তদের আগামী সোমবার সশরীরে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবিষয়ে এপিপি সম্রাট ঘোষ জানিয়েছেন, ওই মামলায় বিধায়ক রামপ্রসাদ পালও অভিযুক্ত। তাই তাঁকেও আগামী সোমবার আদালতে হাজির থাকতে হবে। এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ ওই মামলায় পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২৩ মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সিদ্ধিআশ্রমে বিজেপি'র দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো। তাতে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। ওই ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে বি এস ইয়েদুরাপ্পার শপথ

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই (হি. স.) : কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার বিকেল ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট নাগাদ শপথ নিলেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। এই নিয়ে চতুর্থ বারের জন্য কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন কর্ণাটক বিজেপির রাজ্য সভাপতি বি এস ইয়েদুরাপ্পা। দীর্ঘ নাটকের পর কর্ণাটকে লক্ষ্যপূরণ হয়েছে বিজেপিরঊ এবার কন্নড়ভূমিতে সরকার গড়ার পালা গেরুয়া শিবিরেরঊ শুক্রবার সকালেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি এনএসইউআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাজ্যের কলেজগুলিতে এবিভিপি-র জুলুমবাজি বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে এনএসইউআই। অন্যথায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছে তারা।

রাজ্যে বর্তমানে ২২টি সরকরি কলেজ রয়েছে। এগুলিতে এখন নতুন ছাত্র ভরতির প্রক্রিয়া চলছে। এই সময় শাসক দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ব্যাপক চাঁদাবাজি করছে, এই অভিযোগ কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর। এই ছাত্র সংগঠনের সহ-সভাপতি সম্রাট রায় অভিযোগ করেন, কলেজে ভরতি হতে গেলেই ছাত্রছাত্রীদেরকে এবিভিপি-র সদস্যপদ নিতে বলা হচ্ছে। যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী তা নিতে অসম্মতি জানায় তা-হলে তাঁদের জোর করে সদস্য করা হচ্ছে। এমন-কি যদি সদস্যপদ না নেওয়া হয়, তা-হলে ক্লাস রুম থেকেও বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে কোনও কোনও কলেজে।

এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ, এমন-কি পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ। এ-সমস্ত অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে হবে। এর জন্য এনএসইউআই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তিনি যেন এই সব বন্ধে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর তা না করলে এনএসইউআই-এর সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করবেন বলেও হুমকি দেন সম্রাট রায়।

দূর্ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জে আহত স্কুটি চালক, উষাবাজারে নিহত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অপর এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। দূর্ঘটনাগুলি ঘটেছে উষাবাজারে এবং বিশ্রামগঞ্জে।

উষাবাজারে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম দিলীপ দেব। একটি দ্রতগামী অটোর ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। উষাবাজারে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম দিলীপ দেব। বাড়ি ফটিকছড়ায় হরিনাখলা গ্রামে। তিনি দুর্জয়নগর পোস্ট অফিসে কর্মরত দিলেন। দ্রুতগামী অটোরিকসা তাকে ধাক্কা দিলে ছিঁটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। অটোটির হদিস মিলেনি।

দুর্ঘটনায় দিলীপ দেব নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আগরতলা এয়ারপোর্ট রোডে যানবাহন, অটো ও বাইক খুব দ্রুতবেগে চলাচল করে সে কারণেই এ ধরনেরর ঘটনা ঘটে চলেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, দিলীপ দেব ও স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানে টিফিন খেয়ে রাস্তায় বের হতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুমোদনহীন ই-রিকশা বন্ধে কঠোর প্রশাসন, নির্দেশ প্রত্যাহার না হলে ধর্মঘটের হুমকি চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। অনুমোদনহীন ই-রিকশা বন্ধে প্রশাসনের কঠোর নির্দেশে আজ ক্ষোভে ফেটে পড়েন চালকরা। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী ১ আগস্ট থেকে অনুমোদনহীন ই-রিকশা পথে নামতে পারবে না। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্য সরকার। এরই প্রতিবাদে ই-রিকশা চালক ও মালিকরা বিকল্প ব্যবস্থা না করে ওই আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। সাথে তাঁরা আদেশ প্রত্যাহার না হলে ত্রিপুরায় ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, অনুমোদনহীন ই-রিকশা ত্রিপুরায় প্রচুর বিক্রি হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষায় ওই ই-রিকশাগুলির বৈধতার প্রশ্নে ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার অনুমোদনহীন ই-রিকশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সাথে ত্রিপুরা সরকারকে এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

রাজ্য সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদনহীন ই-রিকশা বন্ধে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। কিন্তু, কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই নির্দেশ পালন হয়নি। এখন ত্রিপুরা সরকার আবারও নড়েচড়ে বসেছে। নয়া নির্দেশ জারি করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে অনুমোদনহীন সমস্ত ই-রিকশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রাজ্য প্রশাসন।

জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার দিব্যেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৈধ কাগজপত্র নেই এমন ই-রিকশা আগামী ১ আগস্ট থেকে যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে আদেশ অমান্য করা হলে কঠোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজের সমস্যা প্রতিবাদে একযোগে গণধর্ণা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে রাজ্যের২২টি ডিগ্রি কলেজে গণধর্ণা সংগঠিত করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে ১-টা পর্যন্ত একযোগে সারা রাজ্যে এই ধরনা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এ-বিষয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশ সংগঠনমন্ত্রী রূপম দত্ত জানিয়েছেন, কলেজ স্তরে বাম জমানায় উৎপন্ন সমস্যাগুলি আজও সমাধান হয়নি। তাই, আজ ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করার পর কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে।

তিনি জানান, ত্রিপুরার কলেজগুলিতে অধ্যাপকস্বল্পতা দীর্ঘদিনের। তাছাড়া, পানীয় জল, বসার আসন, ল্যাবে কেমিক্যালের অভাব-সহ অভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যা রয়েছে, সে-সব সমাধান হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, ওই সমস্যাগুলি সমাধানে একাধিকবার কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু, কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই, প্রথম ধাপে আজ গণধর্ণা সংগঠিত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বিদ্যার্থী পরিষদ, হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিদ্যার্থী পরিষদ সর্বদাই আওয়াজ তুলছে। ফলে, এখনও বিদ্যার্থী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আবারও পনের জন্য এক গৃহবধূকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। ঘটনা কৈলাসহরের হালাইছড়া গ্রামে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম তাজমিনা বেগম। কৈলাসহরের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মকবুল আলি তার মেয়ে তাজমিনা বেগমকে বিয়ে দেন হালাইছড়া গ্রামের সাজিদ আলির সঙ্গে। বিয়ের পরের দিন থেকেই তাজমিনার উপর অকথ্য নির্যাতন সাজিদ আলি সহ সাজিদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। বাবা রিক্সাশ্রমিক হওয়াতে মেয়ে তাজমিনা বাড়িতে কিছু বলত না।

অনেকটাই সহ্য করে থাকত। মকবুল সাজিদের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না, কারণ বিয়ের সময় কিছু দিতে পারবে না বলে। কিন্তু তাজমিনাকে দেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্যুরিস্ট টয় ট্রেন ঃ লোকসভায় রেলমন্ত্রীর বক্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ট্যুরিস্ট টয় ট্রেন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে রেল মন্ত্রীর বক্তব্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সাংসদ রেবতি ত্রিপুরার তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় রেল মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল জানিয়েছেন, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশে টয় ট্রেন প্রদান করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আগরতলা, ইম্ফলে মনিপুর সায়েন্স সেন্টার এবং লোহিতে চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন অসম, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকারের তরফে টয় ট্রেনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ওই রাজ্যগুলিকে একটি করে টয় ট্রেন প্রদানে প্রক্রিয়া চলছে।

রেল মন্ত্রীর এই জবাবে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ-বিষয়ে স্পষ্টিকরণে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের কোনো আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, বাস্তবের সাথে তথ্যের ফারাক রয়েছে। রেল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, হয়তো বা লোকসভায় রেলমন্ত্রী মডেল ট্রেনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য বলে ধরে নেওয়া হলেও, আগরতলায় রেলের বাস্তবতা নিয়ে তথ্যের ফারাক রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে মডেল রেল ইঞ্জিনটি অনেক মাস আগেই সরানো হয়েছে। ওই রেল ইঞ্জিনটি প্রতীকি রূপে স্মারক হিসেবে আগরতলা স্টেশনে সাজিয়ে রাখার দাবি উঠেছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওই রেল ইঞ্জিনটি সরিয়ে নিয়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। ফলে, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের তরফে রেল মন্ত্রককে এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৮২ ◘ ২৭ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ১০ শ্রাবণ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পঞ্চায়েত ভোটের শিক্ষা

ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়া নানা মুণির নানা মত আছে। অভিযোগ পাল্টা মন্তব্যও আছে। রাজ্যে অধিকাংশ আসনেই বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারে নাই। ক্ষমতাসীন দল বিজেপি এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাপাইয়া বেড়াইয়াছে। সিংহভাগ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের তিলক পরিয়াছেন। রাজ্যের পঞ্চায়েতের কিছু আসনে নির্বাচন হইতেছে। যেসব আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হইবে সেই সব এলাকা আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে খুব বেশী গুরুত্বের। আজ শনিবার ২৭ জুলাই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। সুতরাং রাজ্যের নির্বাচনের এবং গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই নির্বাচন গুরুত্বহীন এমন বলা যাইবে না। প্রায় ৮৫ শতাংশ আসনেই রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় জয়ী হইবার ঘটনাও তো নয়া ইতিহাস। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েতে এমন আধিপত্য তো সিপিএম দলেরও ছিল। বিরোধীরা তো দাঁত ফুটাইতে পারিত না। সিপিএম বা বাম জমানায় প্রধান বিরোধী দল তো ছিল কংগ্রেস। কিন্তু, কংগ্রেস তো পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে গো হারা হারিয়াছিল। রিগিং ইত্যাদির অভিযোগ তখনও ছিল। সেই জমানাতে তো বিজেপি দলের পাত্তাই ছিল না। দল নামেই ছিল। তেমন জনবল সাংগঠনিক শক্তি তো ছিল না। সেই বাম জমানায় তবু নির্বাচনে এত ব্যাপক হারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পাওয়ার ঘটনা ছিল না। ভোট যুদ্ধ হইত। দুর্বল কংগ্রেস পারিয়া উঠিত না। কারণ তৃণমূল স্তরে কংগ্রেসের তেমন সংগঠন শক্তি ছিল না। শহর কেন্দ্রিক নেতারা গ্রামস্তরে দলের ভাগ্য নিয়া ন্যূনতম চিন্তা করিতেন কিনা সন্দেহ। তখন কংগ্রেসের কিছু নেতার সঙ্গে বাম নেতাদের গোপন সমঝোতাও ছিল। চাকুরী বদলী ইত্যাদির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতা সুযোগ সুবিধা নিতেন। এমন অনেক লড়াকু কংগ্রেস নেতা মুখে বিপ্লব ছুটাইতেন আবার তলে তলে বাম সরকার হইতে সুযোগ সুবিধাও নিংড়াইয়া নিতেন। সুতরাং বাম ও কংগ্রেস নেতাদের সখ্যতাই ত্রিপুরায় বিরোধী শক্তিকে নির্জীব, নির্লিপ্ত করিয়া রাখিত।

এখন রাজ্যে বিজেপির শাসন চলিতেছে সগৌরবে। কংগ্রেস নেতাদের সেই আন্দোলন, প্রতিবাদ ইত্যাদির সামান্যও নাই। দল একেবারেই চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যেন। সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম লড়াইয়ের ময়দানে তেমন নাই। তবে ঊনকোটি ও উত্তর জেলাতে বিরোধী দুই দলেরই পায়ের তলায় কিছু মাটি আছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের জৌলুসই যেন অন্তর্হিত। কারণ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ৮৫.৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়াই আছে। রাজ্যে ৬,১১১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪১৯ পঞ্চায়েত সমিতি ও ১১৬ জিলা পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩ আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ৮২ আসনে এবং জিলা পরিষদের ৭৯টি আসনে ভোটাভোটি হইবে আজ ২৭ জুলাই। এই কয়টি আসনে সত্যি সত্যিই যদি অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন হয় ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তাহা হইলে যে জনমত প্রতিফলিত হইবে তাহা সব দলের কাছেই একটি শিক্ষা নিয়া আসিবে। এই কয়টি আসনে নির্বাচনের সময় বুথ এলাকায় ১৭ কোম্পানী বিএসএফ নিয়োজিত থাকিবে। সম্ভবত এই প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হইল। এই বিষয়ে নানা জনের তরফে প্রশ্ন উঠিতে পারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে নিশ্চয় বলা হইবে নিরুপদ্রবে ভোট সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন হইয়াছে।

সোজা কথায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের জৌলুস নাই। একেবারেই ম্যারমেড়ে। ভোট নিয়া জনমনেও তেমন উত্তাপ লক্ষ্য করা যাইতেছে না। নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি বড় উৎসব। এই উৎসবে নাই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাই জনমত যাচাইয়ের প্রয়াস। আমাদের গর্বিত গণতন্ত্র সত্যিই আজ অনেক বেশী চ্যালেঞ্জের মুখে। আমরা চাই সবল গণতন্ত্র। ভোট জয়ের মধ্য দিয়া জয়ী হওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা তাহাতো নাই। গ্রাম স্তরে গণতন্ত্র সম্প্রসারণ ও গ্রামের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতেই চালু হইয়াছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনকে আরও বেশী অর্থবহ করিতে সকল অংশের মানুষের উদ্যোগ আজ খুব জরুরী।

দীনেশ ত্রিবেদী, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং তমোনাশ ঘোষকে সিবিআইয়ের তলব

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স): সারদাকান্ডের তদন্তে শুক্রবার থেকে তৃণমূলের দলীয় পদাধিকারীদের ডেকে পাঠাচ্ছে সিবিআই। তৃণমূলের কোনও প্রভাবশালীর কাছে মোটা অঙ্কের টাকা সারদার তরফে পৌঁছেছিল কি না, তা জানাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশ্য। সেই কারনেই দলের হেভিওয়েটদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাচ্ছে সিবিআই। ইতিমধ্যে তলব করা হয়েছে দীনেশ ত্রিবেদী, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং তমোনাশ ঘোষকে।

সিবিআই সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্তের স্বার্থে সুব্রত বক্সির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে সাহায্য করেছেন তিনি। তবে সারদা কাণ্ডের সময় তৃণমূলের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন বর্তমানে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়। এবার সারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকেও ডেকে পাঠাতে চলেছে সিবিআই। এছাড়াও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে দীনেশ ত্রিবেদী, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং তমোনাশ ঘোষকে।

মুকুল রায় জানিয়েছেন, এর আগেও তদন্তে তিনি সিবিআইকে সহযোগিতা করেছেন। ডাকলে আবারও যাবেন। অন্যদিকে, তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেরেক ও'ব্রায়েনকে এর আগেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সংসদ চলছে, সে কথা জানিয়ে হাজিরা দেননি তিনি। তৃণমূল সূত্রে খবর, একই কারণে এই বারেও সম্ভবত তাঁর আসা হবে না। অন্যদিকে বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ দাবি করেছেন, সিবিআইয়ের তরফে কোনও নোটিশ তিনি পাননি।

সিবিআইয়ের এক উচ্চ পদস্থ অফিসারের দাবি, সারদা তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছে। পুজোর আগেই চূড়ান্ত চার্জশিট দিতে চায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আর তাই এই তৎপরতা। সারদার টাকা আদপেও প্রভাবশালীদের হাতে পৌঁছেছিল কি না তা জানাই এখন সিবিআইয়ের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কারা প্রভাব খাটিয়ে সারদা সহ অন্যান্য বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলিকে আমানতকারীদের থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করেছিলেন। সেটাও জানতে চায় সিবিআই। পুজোর আগেই সারদা মামলার চার্জশিট তৈরি করে দিল্লির সদর দফতরে পাঠাতে পারে সিবিআই। সেক্ষেত্রে দিওয়ালির আগেই আদালতেও জমা পড়তে পারে চার্জশিট।

এরআগে এই মামলায় রাজ্যের কাছে হলফনামায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সারদা চিটফান্ডের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের তরফে অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় হলফনামা দিয়ে জানান, 'ইতিমধ্যেই ২৫১ কোটি টাকা আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮৭ কোটি টাকা তালুকদার কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২.৩৯ কোটি স্টেট ব্যাংকের কাছে বকেয়া রয়েছে'। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ এরপরই রাজ্যের কাছে একাধিক প্রশ্ন রাখে। শ্যামল সেন কমিশন বন্ধ শুনে বিচারপতিদের প্রশ্ন করেন, 'যে কাজের জন্য শ্যামল সেন কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কেন বন্ধ কমিশন'?

আমানতকারীদের টাকা ফেরতের জন্য কমিশন গঠিত হলেও কেন কাজ শেষ হওয়ার আগেই তা বন্ধ করে দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন মেয়াদ বাড়ানো হলো না কমিশনের ? শ্যামল সেন কমিশনের কাছে সে অব্যবহৃত অর্থ আছে তার কি হবে ? কমিশন কি আবার গঠন করার কোনও সম্ভবনা আছে ? যদি না হয়, তাহলে যে টাকা সরকার বরাদ্দ করেছিল তা কি অন্য কোনওভাবে ফেরত দেওয়া সম্ভব' ?

এরপরই রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। পাশাপাশি রোজভ্যালির মামলায় ইডি যে ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা কীভাবে আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া যায় তাও জানাতে হবে রাজ্য সরকারকে।

পুলিশে নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন

বরুণ দাস

রাজ্য রাজনৈতি পশ্চিমঙ্গ

সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যে বিষয়গুলির ওপর সবচেয়ে বেশি, তার অন্যতম প্রধান পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব। আগের বাম আমলেও দেখা গেছে, পুলিশ-প্রশাসনে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব। পরিবর্তনের আমলেও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। অথচ মানুষ আশা করেছিলেন, বাম আমলের অবসানে পুলিশ -প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব কিছুটা অন্তত ঘুচবে। পরিবর্তনের সরকার পুলিশ প্রশাসনের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করবে না। তারা অন্তত ঠেকে শিখবেন, এমনটা আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু আক্ষেপ মানুষের সে আশা আদৌ মেটেনি।

বলা ভালো, নতুন সরকার মানুষের সঙ্গত আশার কোনও মর্যাদাই দেননি। প্রথমে জনগণ কিছুটা হতাশ, এখন সবটাই যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। রাজ্যবাসী দরেই নিয়েছেন, 'এমনটা হয়েই থাকে'। সরকারের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করাই মুর্খামি। আসলে 'নিরপেক্ষতা' বলে কিছু হয় না। 'নিরপেক্ষতা' ব্যাপারটা যেন সোনার পাথরবাটি। কিম্বা বলা যেতে পারে মরীচিকা। এর পিছনে ছোটাছুটি বৃথা। কিন্তু বৃথা বলেই তো দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। কখনও-সখনও তাই মরীচিকার পিচনে ছুটতে বাধ্য হন সাধারণ মানুষ।

আমরা অনেকেই কমবেশি জানি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে যেসব পুলিশ আধিকারিক শাসকদলের অন্যায় নির্দেশে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছিলেন কিম্বা শাসকদলকে সন্তুষ্ট করতে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং ক্ষমতার চূনান্ত অপব্যবহার করেছিলেন—পরবর্তীকালে তাঁরা শাস্তি তো দূরে থাক, পুরস্কৃত হয়েছেন। যেমন সিদ্ধর্থশঙ্কর রায়ের আমলে কুখ্যাত পুলিশ আধিকারিক দেবী রায় কিম্বা রুনু গুহনিয়োগীদের শাস্তি নয়, প্রমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল বাম আমলে জ্যোতি বসুর জনদরদী সরকার।

উল্লেখ্য, বাম আমলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে পুলিশের হাতে যেভাবে বার বার হেনস্থা ও অপমানিত হয়েছেন তার নজির বোধহয় খুব একটা নেই। পুলিশের ওই ন্যক্কারনক ভূমিকায় সেদিন সাধারণ মানুষও ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের ওপর। এবং আশা করেছিলেন, ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপধ্যায় পুলিশের খোলনচলে পাল্টাতে না পারলেও কিছুটা সদর্থক ব্যবস্থা নেবেন যাতে পুলিশ প্রশাসনের মানবিক মুখের কিছুটা অন্তত দেখা যায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

পুলিশ প্রশাসন রয়েছে পুলিশ প্রশাসনেই। নির্বাচনে সরকার বদল হলেও পুলিশ প্রশাসনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। আসেও না পুলিশের উঁচু থেকে নীচুমহলের সবাই তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় একটু অন্ত বুঝে গেছেন যে, নির্বাচনে এক সরকার যায় তো অন্য সরকার আসে, পুলিশ-প্রশাসনের অন্দরমহলে তার কোনও প্রভাবই পড়ে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সরকারই আসুক না কেন, তাদেরকে উপেক্ষা করে চলা কোনও সরকারের পক্ষেই কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় তা নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে।

প্রথমত, এখানকার নির্বাচনে (দলও রাজ্য নির্বিশেষে) মানুষের রায় সঠিক প্রতিফলিত হয় না।, দ্বিতীয়ত এখনকার রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের ওপর নির্ভরশীল নয়, মজবুত সংগঠন ও পেশিবলের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। এর সঙ্গে আছে অর্থবল। এই তিনের মার্গীয় মেলবন্ধনের ওপরই

এখনকার রাজনীতি নির্ভরশীল। এমন মেগা সমন্বয়ের মধ্যেই হিমায়িত আছে আজকের রাজনীতির মূল উপাদান। একথা সবাই কমবেশি জানেন। কারণ এখানে লুকোচুরির ব্যাপার নেই। সবটাই জনগণের চোখের সামনে সংগঠিত হয়।

শুনতে অপ্রিয় লাগলেও এটা নির্ভেজাল সত্যি যে, মাননীয় নির্বাচকমণ্ডুলী তথা জনগণকে মতাবদ নির্বিশেষে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতামন্ত্রীরাই যেমন বিশ্বাস করেন না, তেমনি জনগণ ও নেতা মন্ত্রীদের আদৌ বিশ্বাস করেন না। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস হারানো এই অনাকাঙ্খিত অবস্থাটা উভয়পক্ষই ভালোভাবে জানেন। কিন্তু ভাজা মাছটি উল্টে না খাওয়ার মতোই কেউ মুখে টু শব্দটি উচ্চারণ করেন না। ভাবখানা এই আগ বাড়িয়ে আমি খারাপ হবে কেন? জগগণ থেকে দূরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতায় এসে তাই আঁকড়ে ধরে পুলিশ -প্রশাসনকে। কারণ পেশিবলকে প্রশ্রয় দিতে গেলে পুলিশ-প্রশাসনকে প্রয়োজন। আর সংগঠনক সাধারণ মানুষের সামনে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও পুলিশ-প্রশাসনকে প্রয়োজন। আর সংঘটনকে সাধারণ মানুষের সামনে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও পুলিশ-প্রশাসনকে প্রয়োজন। এমনকী, দলের প্রয়োজনে অবৈধ অর্থ রোজগারের জন্যও পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করতে হয়। সরকার মানে তো আর কোনও বায়বীয় বস্তু নয়। তাকে কিছু লোকজন বা প্রশাসনিক শক্তি নিয়ে চলতে হয়। তাই প্রয়োজন পড়ে পুলিশ -প্রশাসনকে 'ব্যাবহার'।

যাদেরকে 'ব্যবহার' করা হচ্ছে, বিনিময়ে তারাও পরিস্থিতি বুঝে কিছু অবৈধ সুযোগসুবিধে নিতে আগ্রহ দেখাবেই। এভাবেই 'কনসেশনাল রিলেশন' তৈরি হয় ক্ষমতাসীন সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে। মাঝখানে ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ মানুষ। সরকার পাশে থাকায় পুলিশ প্রশানস জনগণকে তোয়াক্কাই করে না। তাদের কোনও ন্যায্য ও বৈধ অভিযোগ গ্রহণ করেন না। বিশেষ করে তা যদি হয় শাসকদলের বিরুদ্ধে। চূড়ান্ত হয়রানি ও হেনস্তা শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্ত হন অনেক। আর এভাবেই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ জেলা সদরের কোনও পুলিশ সুপার (এসপি) কম্বা জেলাশাসক (ইডএম) প্রচণ্ড 'ক্ষমতাবান' হয়ে ওঠেন। নিজেদের প্রশাসনিক পদের সাংবিধানিক রীতিনীতি শিকেয় তুলে শাসকদলের স্বার্থে অনৈতিক কাজ করতে শুরু করেন। এমনকী, থানার ভারপ্রাপ্ত কোনও আধিকারিকও সাধারণ মানুষের ওপর চাবুক চালানোর চেষ্টা করেন। বিগত বাম আমলেও এই কু-চিত্র দেখা গেছে, পরিবর্তনের আমলেও সেই ট্র্যাডিশনই সমানে চলছে। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি।

অথচ পুলিশ প্রশাসন যদি কিছুটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করত, তো তাতে আখের সরকারেই লাভ হতো বৈকি। সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের কাছে যে দুর্বিনীতি ব্যবহার পান, তা ব্রিটিশ আমলকেও লজ্জা দিতে পারে। যারা নেহাত প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসনের কাছে যেতে বাধ্য হন তারাই জানেন এসব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ন্যূনতম ভদ্র ব্যবহার করতে ভুলেই গেছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। অভিযুক্ত কিম্বা অপরাধীদের সঙ্গ যেমন আচরণে অভ্যস্ত, ঠিক তেমন আচরণই করেন একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

অভিযোগ নেওয়া না-নেওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। জিডি (জেনারেল ডায়েরির) ক্ষেত্রেও যেভাবে হয়রানি করা হয় সাধারণ মানুষকে, তা ভুক্তবোগীরাই জানেন। আর এফআইআর নেওয়ার ক্ষেত্রে তো চূড়ান্ত হয়রানির সঙ্গে হেনস্থাও করা হয়। বার বার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা তো, আছেই। শাসকদলের আঞ্চলিক নেতার সুপারিশ ছাড়া গ্রামেগঞ্জের কোনও থানায় এফআইআর নেওয়া হয় না। কলকাতা মহানগরে থেকে এসব ঠিক অনুমান করা যায় না। সংবাদমাধ্যমে গ্রামগঞ্জের খবর আর কতচাই বা জানা যায়

অথচ রাজ্য সরকার যদি পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দেন তো সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন রাজ্যের সাধাণণ মানুষ। এবং তাতে সবচেয়ে বেশ বাহবাও পেতে পারে সরকার বাহাদুর। এর ফলে সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভরসা বাড়তে পারে সরকারের ওপর। এবং সরকারের অনেক অক্ষমতা ও ব্যর্থতাই চাপা পড়ে যেতে পারে পুলিশ প্রশাসনের ভদ্র ও মানবিক আচরণে। এজন্য আলাদা কোনও খরচ কিম্বা উদ্যোগ নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। শুধু থানা পর্যায়ে একটু নিয়মিত তদারকি দরকার।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজেই রাজ্যের খোদ পুলিশমন্ত্রী, সেখানে পুলিশ প্রশাসনে তাঁর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা অপেক্ষাকৃত সহজ একথা অস্বীকার করি কীভাবে? তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এমন একজন আস্তাভাজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করুন যিনি তাঁর (মুখ্যমন্ত্রীর) নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন পরিচালনা করতে পারেন। কোথাও পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ এলে যাতে দ্রুত তার প্রতিকার করা সম্ভব হয় সেদিকে নজর দেবেন ওই প্রতিমন্ত্রী। দলের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁকে কাজ করতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

কোথাও পুলিশ প্রশাসন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারে উপযুক্ত আইন ব্যবস্থা নিতে হবে। 'বিভাগয় তদন্ত'-এর নামে যাতে কোনও অভিযোগের বিচার দীর্ঘদিন ঝুলে না থাকে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। পুলিশ প্রশাসন যে সমাজেরই অঙ্গ, সাধারণ মানুষের সার্বিক স্বার্থেই তাঁরা কাজ করতে আগ্রহী এবং সরকারেরও তাই ইচ্ছে এমন এখটা ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে সবার কাছে। তাতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে উপকৃত হবেন সরকারপক্ষও।

পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলে শাসকদলেরই লাভ সবচেয়ে বেশি। এই লাভ ভোটের বাক্সেও প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশোভাগ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সপ্তদশ লোকসভায় নির্বাচনের পর রাজ্যজুড়ে যে অবাঞ্ছিত অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হেয়ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে শাকদলের। এটাকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে এড়িয়ে না গিয়ে কঠোর হাতে রাশ টেনে ধরা প্রয়োজন। এবং অবশ্যই রাজনীতির রং বিচার না করে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কারণ অভিজ্ঞ রাজনৈতক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন, যে এতে এখদিকে যেমন রাজ্যের প্রভূত বদনাম তো অন্যদিকে শাসকদলেরও বদনাম। এবং এর সুযোগ ষোলআনা উশুল করে নিতে ওৎ পেতে বসে আছেন এ রাজ্যের দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা বিরোধীরক্ষ। রাজনীতি নির্বিশেষে রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সরকার চাইলে এর বিহিত করা অসম্ভব নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই যেখানে স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী সেখানে এমন অরাজকতা কোনওভাবেই বেশি দিন চলতে পারে না।

কেন ও কীভাবে এতদিন ধরে চলছে তাই এখন আমজনতার 'লাখ টাকার প্রশ্ন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ দিন এবং সেই নির্দেশ ঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা সেদিকে কঠোরভাবে নজর রাখুন। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'সর্ষের মধ্যে ভুত' থাকার সন্দান পেলে অবিলম্বে সেই ভুত ছাড়ানোর জন্য তাঁকে আরও কঠোর ও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাতে তিনি বাংলার জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিশ্চিত পাবেন।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

যেখানে অর্থনৈতিক তত্ত্বের কথা উপেক্ষিত হয়

দীপংকর দাশগুপ্ত

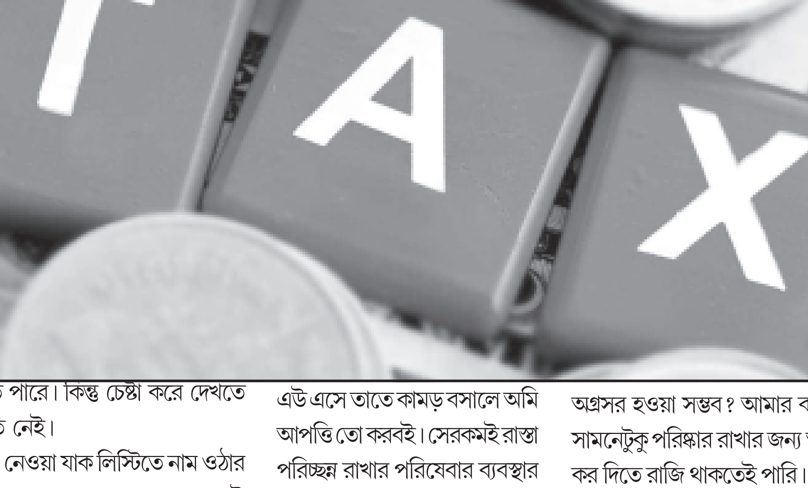

সাবেকি অর্থনীতির নাম করে র্সরকারি নীতি' যে-পথে এতদিন চলেছে, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের হার খুব বেশি নয়। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কেবল আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে। আর এই প্রবণতাকে নির্মূল করার উদ্দেশে নানা আইন কানুনের ব্যবস্থা রয়েছে। সব ব্যবস্থাই শাস্তিমূলক। কার্যত বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা থাকা সত্বেও অনেকেই, বিশেষত ধনীরা, কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন। ফলে ফেঁপে ওঠে 'কালো টাকা'।

দেশের মধ্যে 'কালো টাকা'-র পরিমাণ কত, সে হিসাব অনেক হয়েছে, আর তা পুরনরুদ্ধার করার প্রয়াসও করেছে সরকারের পর সরকার। আমরা সেই তর্কের মধ্যে যেতেই চাই না। তার পরিবর্তে 'আচরণগত অর্থনীতি'র (Behavioural Economics) রাস্তায় চলে একটু চিন্তা করে দেখতে চাই, কর দেওয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় কি না। যে জাতীয় চিন্তাধারার কথা আমরা তুলতে চাই তাকে 'আচরণগত অর্থনীতিবিদ' রা ইংরেজিতে 'Nudge'আখ্যা দিয়েছেন। বাংলায় একে বলা চলে 'অল্প একটু ঠেলা দেওয়া'। এমন ঠেলা যাকে 'শাস্তি' বলা যায় না। বরং কর দেওয়ার উপকারিতার দিকে চোখ খুলে দেওয়া বলে মনে করা যায়।

একটা উদাহরণ এই কলকাতা শহরেই কোনও কোনও অঞ্চল আবর্জনাময়, অপরিস্কার এবং নানা রোগের উৎপত্তিস্থল। সেই অঞ্চলবাসীরাই এই আবর্জনা সৃষ্টির জন্য দায়ী। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার দায় সরকারের, নোংরা করার অধিকার নাগরিকের—এমন মানসিকতাই নেপথ্যে কাজ করে। এবার যদি কেউ মনে করে সরকার লোক লাগিয়ে, খরচ করে, অঞ্চলটিকে জঞ্জালমুক্ত করুক, তবে সেই খরচ কে দেবে? কর না বসালে সরকারের টাকার উৎস কোথায়? দোকান থেকে লোভনীয় খাবার কেনার জন্য আমরা খরচ করতে রাজি, কিন্তু খাবারের বাক্সটিকে যত্রতত্র নিখরচায় পরিত্যাগ করতে আমাদের অনেকেরই অসুবিধা হয় না। তেমনই ফুটপাথের উপর গাড়ি বা মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে পথচারীদের উত্যক্ত করতেও তেমন বাধা নেই।

এই সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র চোখ রাঙিয়ে করা সম্ভব নয়। উলটে হালকা একটু 'ঠেলা' দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো বা আছে। ঠেলার চেহারাটা কীরকম হতে পারে? একটা সম্ভাবনা হল অঞ্চলবাসীদের কর দিতে বলা, যে করের টাকা ব্যবহার করা হবে রাস্তা সৌন্দর্যায়নের জন্য।

অবশ্য সকলে কর দিতে সক্ষম নাও হতে পারে। কিন্তু যারা সক্ষম তাদেরকে কুঁজে বের করা কঠিন নয়। অনেকেই কর দেবে না। যারা দেবে না, তাদেরকে শনাক্ত করাও সহজ। সেই সমস্ত মানুষের নাম একটি কাদজে ছাপিয়ে সেই অঞ্চলে বিতরম করাও তেমন কিছু উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কাজ নয়। এই ঠেলা দিয়ে কিছু কাজ হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।

ধরে নেওয়া যাক লিস্টিতে নাম ওঠার লজ্জা এড়ানোর জন্য অনেকেই 'আবর্জনা চাঁদা' বা কর দিল। এই সংখ্যাটা বড় কথা। যত বড় হয়, ততই ভাল। যদি অঞ্চলে বেশ কিছু মানুষ কর দেয়, তবে তাদের নিজেদের স্বার্থে সকলে মিলেই অঞ্চলটি আবর্জনামুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ কেউ যদি যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে, সে পাড়ার লোকই হোক বা বেপাড়ার—অঞ্চলের অনেকেই তাকে সাবধান করে দেবে। কারণটা সহজ। আমি যদি পয়সা দিয়ে একটি আইসক্রিম কিনে থাকি, সেটা খুব বেশি হলে আমার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারি। কিন্তু যদু-মধু যে এউ এসে তাতে কামড় বসালে অমি আপত্তি তো করবই। সেরকমই রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখার পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য যদি আমি কর দিয়ে থাকি, তবে সেই পরিবেস আমি অবশ্যই ভোগ করতে চাইব। আমার পুরো আইসক্রিম আমিই চাইব। অন্য কেউ তাকে আধখানা করে দিলে আমি সহ্য করব না। আমার প্রতিবেশী করদাতাও করবে না।

আচরণগত অর্থনীতিবিদরা এই জাতীয় পরামর্শই দেবেন। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে আমারনিজের স্বার্থেই করদিতে চাইবে আমি। সেটা লিস্টিতে নাম না ওঠার লজ্জা এড়ানোর জন্যই হোক, আর সকলে মিলে পরিবেশ সুন্দর রাখার আগ্রাহেই হোক। এই পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব? আমার বাড়ির সামনেটুকু পরিষ্কার রাখার জন্য আমি কর দিতে রাজি থাকতেই পারি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কোনও গ্রামের উন্নয়নের জন্য কর দিতে চাইব কি? চাইব না, যদি না আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটুকু পরিষ্কার রাখার স্বার্থের মতো করে পুরো দেশকে উন্নত দেখাটাও আমার ব্যক্তিগত স্বার্থর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। দেশের জন্য অহংকারবোধ করাটা মুখে বলা সহজ, কাজে করে দেখানো সহজ নয়।

আবার উদারহরণ আসি। অনৈতিক সমীক্ষাপত্র শৌচাগার ব্যবহার, নারীশিক্ষা ও বিবাকালে মেয়েদের বয়স নিয়ে কিছু তথ্য পেশ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত রাজ্যে নারী সাক্ষরতার হার বেশি, বা ১৮ অনুর্ধ্ব মেয়েদের বিবাহর সংখ্যা কম সেসব রাজ্যে 'স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প' বেশি সফল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চেহারা কেমন? ২০১১-র সেনসাস বলছে, নারী সাক্ষরতারহার এখানে ৭০ শতাংশ। আর ১৮-অনুর্ধ্ব বিবাহ ৪০ শতাংশের বেশি। আর এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে পরিবার প্রতি শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধায়। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি। অন্যদিকে, পাঞ্জাবে নারী সাক্ষরতা পশ্চিমবঙ্গে কাছাকাছি হলেও ১৮-অনুর্ধ্ব বিবাহ ১০ শতাংশেরও কম। পাঞ্জাবে শৌচাগার ব্যবহারের হার ৯৯ শতাংশ।

পাড়ার পরিচ্ছন্নতার মতো রাজ্য বা দেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে আচরণগত অর্থনীতিবিদরা কী পরামর্শ দেবেন, জানা নেই। তবে এটা অবশ্যই ভাবর বিষয়, কারণ বর্তমানে সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্বই রাজনৈতিক দলগুলি দাবি করে থাকে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের কথা সেখানে আদপেই থাকে না।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

শুক্রবার বিদায়ী রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কিকে সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

মজো মহিলার কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা লুট, গুয়াহাটিতে গ্রেফতার দুই পুলিশ অফিসার ও এক হোমগার্ড-সহ চার

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : জনৈক মিজো মহিলার কাছে থেকে ২০ লক্ষ টাকা লুটে গ্রেফতার হয়েছেন দুই পুলিশ অফিসার এবং এক হোমগার্ড। তাঁরা মহানগরের হাতিগাঁও থানার দুই পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর হিরণ্য পাঠরি (জন) ও প্রাঞ্জল বরা (প্রবেশনার এসআই) এবং দিশপুর থানার হোমগার্ড, নাম বিপুল হাজরিকা।
এছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছে অন্য এক নাগরিককে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ স্থানীয় অভিজাত হোটেল তাজ সংলগ্ন এলাকায় তাঁরা নিজেদের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার বলে মিজোরামের বাসিন্দা বছর ২৩-এর জনৈক মহিলার কাছ থেকে নগদ ২০ লক্ষ টাকা লুটে নিয়েছেন।
এ সম্পর্কে হিন্দুস্থান সমাচার-কে পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার বলেন, ঘটনা সংক্রান্ত এক অভিযোগ গতকাল রাত প্রায় আটটা নাগাদ দিশপুর থানায় দায়ের করেছিলেন ভুক্তভোগী মহিলাটি। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নিয়ে শুক্রবার সকালে তিন অভিযুক্তকে আটক করে পরে গ্রেফতার করা হয়। তবে গোটা লুণ্ঠনের মাস্টারমাইন্ড অভিযোগে প্রকাশ সোনার নামের এক ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
তিনি জানান, মহিলাটি তাঁর পরিবারের সঙ্গে গুয়াহাটি এসেছিলেন। গাইড হিসেবে তাঁদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন স্থানীয় প্রকাশ সোনার নামের ব্যক্তি। প্রকাশ সোনার ব্যবসার খাতিরে নাগাল্যান্ডের কোহিমা থাকেন। তারা ব্যক্তিগত কারে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে-সময় হোটেল তাজ-এর কাছে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তাতে তালাশি চালিয়ে নগদ ওই ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে লুটে নেন কর্তব্যরত তিন পুলিশকর্মী। এরা নিজেদের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন।
নগরপাল দীপক কুমার আরও বলেন, মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ হাতিগাঁও থেকে দুই সাব-ইনস্পেক্টর এবং দিশপুর থানা থেকে এক হোমগার্ডকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে নগদ ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া দুষ্কর্মের কাজে ব্যবহৃত দামি ইনোভা কারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, জানান পুলিশ কমিশনার। তিনি জানান, গোটা ঘটনার মাস্টারমাইন্ড ছিল গাইড প্রকাশ সোনার। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া, ইনোভার চালক ফেরার হয়ে গেছে। তাকে ধরতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, টাকাগুলি কোথা থেকে এল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, প্রকাশ সোনারের সঙ্গে মিজো মহিলার যোগাযোগ ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে জোরদার তদন্ত চলছে।
এদিকে মহিলাটি ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জাল নোট হস্তান্তর করেছিলেন বলে এক খবরের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে পুলিশ কমিশনার বলেন, বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। খুব শীঘ্রই গোটা ঘটনার রহস্য ভেদ হবে।

ছাত্রনেতা থেকে রাজ্যের ২৫ তম মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই (হি. স.) : কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারের দীর্ঘ নাটকের পর গত মঙ্গলবারের আস্থাভোটে কর্ণাটকে পতন ঘটেছে ১৪ মাসের জোট সরকারের। লক্ষ্যপূরণ হয়েছে বিজেপির। এদিন সন্ধে ৬টা বেজে ৩৫ মিনিটে নতুন এবং রাজ্যের ২৫তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করলেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা।
লিঙ্গায়েত নেতা থেকে কর্ণাটকের চারবারের মুখ্যমন্ত্রী। ৭০-এর দশকে রাজনীতিতে আসা বি এস ইয়েদুরাপ্পার জীবনীও যথেষ্ট চমকপ্রদ। এর আগে তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেও কোনওবারই তিনি ৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেননি। ২৩তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ২০১৮-র ১৭ মে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব ছিল ৪৮ ঘন্টা। ৭০-এর দশকে রাজনৈতিক জীবনে হাতেখড়ি হয় তাঁর। ছাত্র থাকার সময়েই আরএসএস-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁকে শিকারিপুরার শাখার সম্পাদক করা হয়। কর্ণাটকে ২০০৭ সালে প্রথমবারের জন্য বিজেপি সরকার আসে তাঁরই হাত ধরে। ২০০৭-এর ১২ নভেম্বর সাতদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছিলেন। এরপর ফের ২০০৮-এর মে মাসে ফের মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১১ পর্যন্ত ছিল কার্যকালের মেয়াদ। এরপর তিনি দলত্যাগ করে কর্ণাটক জনতা পার্টি গঠন করেছিলেন। পরে বিজেপিতে ফিরে ২০১৪ সালে শিবমগ্গা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিজেপির টিকিটে এবং জয়ী হন। ২০১৮ সালে ফের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র দু''দিন।
এদিন ফের চতুর্থবারের জন্য কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

আজমের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য : ক্ষতিকর ও বেদনাদায়ক আখ্যা দিলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৬ জুলাই (হি.স.): লোকসভায় তিন তালাক বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার বিজেপি সাংসদ রমা দেবী সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে বসেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আজম খানঊ সপা সাংসদ আজম খানের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যকে 'ক্ষতিকর' ও 'বেদনাদায়ক' আখ্যা দিলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতীঊ আজম খানের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে শুক্রবার মায়াবতী বলেছেন, 'তাঁর (আজম খান) মন্তব্য মহিলাদের সম্মান ও গৌরবের বিরুদ্ধে, এই ধরনের মন্তব্য ক্ষতিকরঊ অত্যন্ত নিন্দনীয়ঊ শুধুমাত্র লোকসভা নয়, সমস্ত মহিলাদের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।'
প্রসঙ্গত, তিন তালাক বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার আলটোপকা মন্তব্য করে বসেন আজম খানঊ যদিও, আজম খান জানান, রমা দেবীকে 'বোনের মতো' দেখে যা বলার বলেছেনঊ তাঁর বক্তব্যে যদি কোনও অসংলগ্নতা বা অন্যায় পাওয়া যায়, তা হলে তিনি পদত্যাগ করতেও রাজি আছেন। তিনি যখন এই মন্তব্য করেছিলেন, পাশ থেকে অখিলেশ যাদবকে মাথা নাড়তে দেখা যায়ঊ কিন্তু, বিরোধিতা করেননিঊ নিন্দার মুখে পড়তে হয় অখিলেশকেও।

ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের জেরে বিপাকে আজম খান : সপা সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নির্মলা-স্মৃতি-মিমির

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): বিজেপি সাংসদ রমা দেবীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের জেরে যথেষ্ট বিপাকে পড়লেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদ আজম খানঊ আজম খানের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানিঊ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিমি চক্রবর্তীওঊ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, 'আজম খানকে হয় ক্ষমা চাইতে হবে, অথবা লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত, এটাই আমাদের দাবিঊ' প্রত্যেকের বক্তব্য শোনার পর স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা জানিয়েছেন, 'আমি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকব, এরপরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিতর্কের সূত্রপাত বৃহস্পতিবার, স্পিকারের অনুপস্থিতিতে আসনে বসেছিলেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবীঊ কথোপকথনের সময় রমা দেবীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন আজম খানঊ শুরু হয় চিতার চেঁচামেচি, ড্যামেজ কন্টোলেরও চেষ্টা করেন অখিলেশ যাদবঊ অসন্তুষ্ট রমা দেবী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা চলে আসেনঊ সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদ আজম খানের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও দিনভর উত্তাল হয় লোকসভাঊ এদিন লোকসভায় বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র মহিলাদের সমস্যা ভেবে, ছোট করে দেখা উচিত নয়ঊ বৃহস্পতিবার সংসদে কী হয়েছিল, তা দেশের প্রতিটি জনগণ দেখেছেঊ প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, এক সুরে কথা বলুন-মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পর শুধুমাত্র নাটক করে আপনি (আজম খান) ছাড় পাবেন না।
সপা সাংসদ আজম খানের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে, লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লার কাছে বিশেষ আর্জি রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণঊ অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'বৃহস্পতিবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সবাই একসুরে কথা বলছেন, এটা খুবই উতাহদায়কঊ তাঁর (আজম খান) বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা আপনার (লোকসভার স্পিকার) দিকেই তাঁকিয়ে আছিঊ' তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিমি চক্রবর্তী বলেছেন, 'স্পিকার স্যার, এখানে উপস্থিত সমস্ত মহিলারা এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন।
সপা সাংসদ আজম খানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন বলেছেন, 'আজম খানকে হয় ক্ষমা চাইতে হবে, অথবা লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত, এটাই আমাদের দাবিঊ' প্রত্যেকের বক্তব্য শোনার পর স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা জানিয়েছেন, 'আমি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকব, এরপরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবেঊ' প্রসঙ্গত, তিন তালাক বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার আলটোপকা মন্তব্য করে বসেন আজম খানঊ যদিও, আজম খান জানান, রমা দেবীকে 'বোনের মতো' দেখে যা বলার বলেছেনঊ তাঁর বক্তব্যে যদি কোনও অসংলগ্নতা বা অন্যায় পাওয়া যায়, তা হলে তিনি পদত্যাগ করতেও রাজি আছেনঊ যদিও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের জন্য সপা সাংসদ আজম খানকে তিরস্কার করেছেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবীঊ শুক্রবার সকালে রমা দেবী জানান, 'তিনি (আজম খান) মহিলাদের কখনই সম্মান করেননি, জয়া প্রদাজী সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা আমাদের কারও কাছেই অজানা নয়। লোকসভায় থাকার যোগ্যই নয় আজম খান, তাঁকে অবিলম্বে বহিষ্কার করার জন্য স্পিকারকে আমি অনুরোধ করবঊ আজম খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

কার্গিল বিজয় দিবস : শ্রীনগরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতির, ছবি পোস্ট করে স্মৃতিচারণ প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): জুলাই মাসের ২৬ তারিখ হল 'কার্গিল বিজয় দিবস'ঊ ১৯৯৯ সালের এই দিনই কার্গিলের যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিলঊ ২৬ জুলাই, শুক্রবার 'কার্গিল বিজয় দিবস'-এ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ পাশাপাশি ২০ বছর আগের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শনের ছবি পোস্ট করে কার্গিল বিজয় দিবস-এর স্মৃতিচারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
কার্গিল বিজয় দিবস-এর ২০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে এদিন দ্রাস মেমোরিয়ালে যাওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দেরঊ কিন্তু, খারাপ আবহাওয়ার কারণে দ্রাসে কার্গিল বিজয় দিবস পালন উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি রাষ্ট্রপতিঊ দ্রাসের পরিবর্তে এদিন শ্রীনগরের বাদামি বাগ ক্যান্টনমেন্ট-এ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ খারাপ আবহাওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতি না যেতে পারলেও, এদিন দ্রাসে কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন করেন তিন বাহিনীর প্রধান, যথাক্রমে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং, নৌবাহিনীর প্রধান বি এস ধানোয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত।
বিশেষ এই দিনে ২০ বছর আগের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শনের ছবি পোস্ট করে কার্গিল বিজয় দিবস-এর স্মৃতিচারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, '১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় কার্গিলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলামঊ আমাদের সাহসী জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঊ ওই সময় দলের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে কর্মরত ছিলামঊ' কার্গিল বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

লোকসভায় থাকার যোগ্যই নয় আজম খান, সপা সাংসদকে তিরস্কার রমা দেবীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদ আজম খানের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবার তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় লোকসভায়ঊ স্পিকারের অনুপস্থিতিতে আসনে বসেছিলেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবীঊ কথোপকথনের সময় রমা দেবীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন আজম খানঊ শুরু হয় চিতার চেঁচামেচি, ড্যামেজ কন্টোলেরও চেষ্টা করেন অখিলেশ যাদবঊ অসন্তুষ্ট রমা দেবী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা চলে আসেনঊ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের জন্য সপা সাংসদ আজম খানকে তিরস্কার করলেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবীঊ শুক্রবার রমা দেবী জানিয়েছেন, 'তিনি (আজম খান) মহিলাদের কখনই সম্মান করেননি, জয়া প্রদাজী সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা আমাদের কারও কাছেই অজানা নয়ঊ লোকসভায় থাকার যোগ্যই নয় আজম খান, তাঁকে অবিলম্বে বহিষ্কার করার জন্য স্পিকারকে আমি অনুরোধ করবঊ আজম খানের ক্ষমা চাওয়া উচিতঊ'
তিন তালাক বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার আলটোপকা মন্তব্য করে বসেন আজম খানঊ যদিও, আজম খান জানান, রমা দেবীকে 'বোনের মতো' দেখে যা বলার বলেছেনঊ তাঁর বক্তব্যে যদি কোনও অসংলগ্নতা বা অন্যায় পাওয়া যায়, তা হলে তিনি পদত্যাগ করতেও রাজি আছেন।

তেলেঙ্গানায় পুলিশের জালে ৭ জন কুখ্যাত মাওবাদী, উদ্ধার ৩০টি জিলেটিন স্টিক ও আটটি বিস্ফোরক পদার্থ

ভদ্রাচলম (তেলেঙ্গানা), ২৬ জুলাই (হি.স.): বড়সড় সাফল্য পেল তেলেঙ্গানা পুলিশ, স্পেশ্যাল পার্টি পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)ঊ তেলেঙ্গানায় কুখ্যাত ৭ জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর যৌথবাহিনীঊ ধৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩০টি জিলেটিন স্টিক ও আটটি (ডিটোনেটর) বিস্ফোরক পদার্থঊ বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার চেরলা মণ্ডলের কালিভেরুতে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ জন মাওবাদীকেঊ ধৃত মাওবাদীদের নাম হল, পদ্দাম ইদামাইয়া (২৪), মাডাকাম সোমুডু (২৪), পোডিয়াম চেন্নাইয়া (১৯), রাভা মাল্লাইয়া (২৮), মাডাকাম বুদ্রা (৪৮), কোমারান বি রাও (৩০) এবং টি রমেশ (২৮)ঊ মাওবাদীদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩০টি জিলেটিন স্টিক ও আটটি (ডিটোনেটর) বিস্ফোরক পদার্থঊ ধৃত মাওবাদীদের জেরা করার পর তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বিগত দু'বছর ধরে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল তারাঊ ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে চেরলা পুলিশ।

নবি মুম্বইয়ে কন্টেনার থেকে উদ্ধার ১৩০ কেজি হেরোইন, আফগান নাগরিক-সহ ধৃত দু'জন পাচারকারী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বইয়ে কন্টেনার থেকে প্রায় ১৩০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল দিল্লি পুলিশঊ হেরোইন উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে আফগানিস্তানের নাগরিক-সহ দু'জন পাচারকারীকেঊ ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (বিশেষ সেল) মণিষী চন্দ্রা জানিয়েছেন, নবি মুম্বইয়ে কন্টেনারের ভিতর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ২৬০টি জুট ব্যাগঊ ওই ব্যগগুলির ভিতরে শুকনো আফগান হেরোইন-সহ ১৩০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের ইসলাম কিলা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল আফগানি হেরোইনঊ এই ঘটনায় আফগান নাগরিক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ প্রসঙ্গত, এর আগে প্রায় ২০০ কেজি হেরোইন-সহ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশঊ ধৃতদের মধ্যে চারজন আফগান নাগরিকঊ এখনও পর্যন্ত মোট ৩৩০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে দিল্লি পুলিশঊ উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজারমূল্য ১,৩২০ কোটি টাকা।

কার্গিল বিজয় দিবস সেনাবাহিনীকে স্যালুট মুখ্যমন্ত্রীর, বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): জুলাই-এর ২৬ তারিখ হল 'কার্গিল বিজয় দিবস'। ১৯৯৯ সালের এই তারিখেই কার্গিলের যুদ্ধক্ষেত্রে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিল। ২৬ জুলাই, শুক্রবার ''কার্গিল বিজয় দিবস'-এ সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ''কার্গিল বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানাই। দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর শহীদদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। ভারতীয় সেনার গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক, এই কামনা করি। জয় হিন্দ।''
১৯৯৯ সালের মে মাস থেকে শুরু হয়েছিল কার্গিলের যুদ্ধ। চলেছিল ১৯৯৯-এর ২৬ জুলাই পর্যন্ত। ২৬ জুলাই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিল। প্রায় আড়াই মাসের যুদ্ধে কার্গিল পুনরুদ্ধার করে ভারতীয় সেনা।

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সদা প্রস্তুত সেনাবাহিনী, কার্গিল বিজয় দিবসে আশ্বাস সেনাপ্রধানের

শ্রীনগর, ২৬ জুলাই (হি.স.): দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে সেনাবাহিনী। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। শুক্রবার ২০ তম কার্গিল বিজয় দিবসে এমনই আশ্বাস দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। ''কার্গিল বিজয় দিবস''-এ শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রাসে কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল বি এস ধানোয়া, সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং। জুলাই-এর ২৬ তারিখ হল 'কার্গিল বিজয় দিবস'। ১৯৯৯ সালের এই তারিখেই কার্গিলের যুদ্ধক্ষেত্রে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিল। ২৬ জুলাই, শুক্রবার ''কার্গিল বিজয় দিবস'-এ পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে জেনারেল বিপিন রাওয়াত বললেন, 'সাধারণত দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় না। পরবর্তীতে যথাযোগ্য প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'
কার্গিল বিজয় দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত-এর বার্তা, 'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। দেশের নিরাপত্তায় যত কঠিন কাজই দেওয়া হোক না কেন তা সম্পূর্ণ করতে সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। আমরা অস্ত্রসজ্জার আরও আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছি। আর্টিলারি উইপন সিস্টেমের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যেই হোউইটজার পেয়ে যাব আমরা, দেশেই এখন কে-৯ বজ্র তৈরি হচ্ছে, বোফোর্সের মতো দুটি অস্ত্রও তৈরি করা হয়েছে।'
১৯৯৯ সালের মে মাস থেকে শুরু হয়েছিল কার্গিলের যুদ্ধ। চলেছিল ১৯৯৯-এর ২৬ জুলাই পর্যন্ত। ২৬ জুলাই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিল। প্রায় আড়াই মাসের যুদ্ধে কার্গিল পুনরুদ্ধার করে ভারতীয় সেনা।

রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে শপথ নিলেন ৪ সদস্য

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন পিএমকে নেতা আনবুমণি রামাদস। শুক্রবার তাঁর সঙ্গেই রাজ্যসভায় শপথ নিয়েছেন আরও তিন সদস্য ঊ তামিলনাড়ুর নতুন এই চার সংসদকে রাজ্যসভায় শপথ গ্রহণ করান সভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।
শুক্রবার সংসদের উচ্চকক্ষে সভার

ছয়ের পাতায়

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে আরক্ষা কর্মীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কফিপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ আনছে 'কফি রাস্ট'

সকালে ঘুম থেকে উঠে বা বিকেলের ক্লান্তিটা দূর করতে কফির বিকল্প ভাবতে পারেন না অনেকেই। শুধু ঘুম তাড়াতেই নয়, কফির আরও নানাবিধ উপকারিতার কথা বলে থাকেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বিশ্বের কফি শিল্প মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে 'কফি রাস্ট' নামের এক প্রকার রোগের কারণে।

কফি রাস্ট শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কফি চাষীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এক প্রকার ফাঙ্গাস সংক্রমিত রোগ। হেমিলিয়া ভাস্টাট্রিক্স নামক ফাঙ্গাস এর জন্য দায়ী।

এ ফাঙ্গাস সংক্রমণে কফি গাছের পাতায় বাদামি রঙের ছোপ দেখা দেয়। এই ছোপগুলো দেখতে অনেকটা লোহার মরিচার মতো হওয়ায় রোগটির নাম দেওয়া হয় কফি রাস্ট। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ থেকে বাদামি রং ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে গাচটি বীজ উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো কফি রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছিল। কিন্তু কফি রাস্টের কারণে দেশগুলো কফি উৎপাদন থেকে সরে এসেছে।শ্রীলঙ্কার কফি শিল্প ধ্বংসের জন্য এ রোগকেই দায়ী করেন ইতিহাসবিদরা।

বিশ্বে কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে কলম্বিয়ার অবস্থান তৃতীয়। ২০১৭ সালে কফি রপ্তানি করে দেশটি দুই দশমিক চার বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কলাম্বিয়ার মোট রপ্তানি আয়ের সাত দশমিক সাত শতাংশই আসে কফি খাত থেকে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে দেশটির কফি শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে কফি রাস্টের কারণে।

তাই অনেক বছর ধরেই কলাম্বিয়ার গবেষকরা চেষ্টাচালিয়ে যাচ্ছেন কফি রাস্টের হাত থেকে সেদেশের কফি শিল্পকে বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করতে। সম্প্রতি একটি সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন তারা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সব ধরনের কফি গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় না। গবেষণার স্বার্থে কফি গাছকে দু'টি প্রজাতিকে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটির প্রচলিত নাম বিউটি। এ প্রজাতির কফি হয় স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত। উৎপাদনও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তবে এতে কফি রাস্টের ঝুঁকি বিদ্যমান।

অপর প্রজাতিটির প্রচলিত নাম 'বিস্ট'। বিশ্বে এ প্রজাতির কফি তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ প্রজাতির গাছগুলো কফি রাস্টে আক্রান্ত হয় না।

তাই গবেষকরা এ দুই প্রজাতির কফি গাছের ডিএনএ নিয়ে নতুন হাইব্রিড তৈরির চেষ্টা চালান। গবেষকদের লক্ষ্য ছিল, নতুন হাইব্রিড প্রজতিটি যেন স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে রাস্ট প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। বহু চেস্টার পর গবেষকরা একধরনের হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছেন যারনাম ক্যাস্টিলো। এই ক্যাস্টিলো জাতের গাছে কফি রাস্ট সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর গুণগত মানও বেশ ভালো।

২০০৮ সালে কফি রাস্টের আক্রমণে কলাম্বিয়ার ২৫ শতাংশ কফি ক্ষেত নষ্ট হয়। এরপর থেকে কলাম্বিয়া সরকার কফি চাষিদের ক্যাস্টিলো চাষের উপর জোর দেয়। বর্তমানে সেদেশের ৭৬ শতাংশ খামারে ক্যাস্টিলো চাষ হচ্চে।

কলাম্বিয়ার গবেষকরা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কফি রাস্ট মোকাবেলায় ক্যাস্টিলো জাতের কফি

চাষের গুরুত্ব তুলে ধরছেন। তাছাড়া কফি আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এর আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

কিন্তু কফিপ্রেমীরা যেন বরাবরই একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির। কফি স্বাদ ও গন্ধে একদম নির্ভেজাল না হলে যেন চলে না। তাই বাজারে ক্যাস্টিলোর সফলতা অর্জনের জন্য কফিপ্রেমীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর কফির উৎপাদন ব্যাহত মানেই সরবরাহ কমে যাওয়া, যা কফিপ্রেমীদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব।

তিসির লাড্ড। মুখে দিলেই আহা। হুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিবীজ ফাইবার, ওমেগা ত্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস।

তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে? ১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায়— গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে।

হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়।

ক্যানসার প্রতিরোধী — তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটিোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ --- তিসিবীজে রয়েছে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে।

তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

হলিউডে লাইভ পারফরম্যান্সের ছাড়পত্র পেল মুম্বইয়ের ভি আনবিটেবল

রেমো ডি"সুজার নাচের অনুষ্ঠান "ডান্স প্লাস" খ্যাতমুম্বইয়ের ডান্স গ্রুপ "ভি আনবিটেবল"-কে এবার দেখা যাবে হলিউডের মঞ্চে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "অ্যামেরিকা গট ট্যালেন্ট"-এর ১৪তম সেশনে তারা দর্শক, বিচারক সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। বিচারকদের কাছ থেকে আদায় করে নিল গোল্ডেন বাজার বোনাস। যা তাদের সামনে হলিউডের মঞ্চে যাওয়ার দরজা খুলে দিল।বিচারকের আসনে ছিলেন সিমন কয়েল, জুলিয়ান হগ, হোই ম্যান্ডেল ও গ্যাব্রিয়েল ইউনিয়ন এবং অতিথি বিচারক ছিলেন ডোয়েন ওয়াডে। ভি আনবিটেবল প্রতিটি নাচ মঞ্চস্থ করার সময় চোখ ধাঁধানো কিছু করে দেখায়। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। রাম-লীলা সিনেমায় রণবীর সিংহের একটি গানে নাচে ভি আনবিটেবল।অনুষ্ঠান শুরুর আগে তারা বলে, এই নাচ বন্ধু বিকাশ গুপ্তকে উতর্গ করছে। ছ"বছর আগে এক নাচের অনুশীলনের সময় পড়ে যান বিকাশ। ঘাড়ে গুরুতর চোট লাগে। প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাঁর।

কয়েক সপ্তাহ আগে বিকাশের মৃত্যু হয়। বিকাশ নাকি স্বপ্ন দেখতেন, এই রকম বড় কোনও মঞ্চে দাঁড়ানোর। আর আজ ভি আনবিটেবল এই মঞ্চে। তারপর দলের সদস্যরা সবাই বিকাশের নামে জয়ধ্বনি দেন।ভি আনবিটেবল এদিন তাদের অবাক করা পারফরম্যান্সে সবার মন জিতে নেয়। বিচারকের আসনে থাকা প্রত্যেকে তাদের নাচের আলাদা আলাদা করে প্রশংসা করেন। বিচারক ডোয়েন ওয়াডে গোল্ডেন বাজার হিট করেন। এবার ভি আনবিটেবল হলিউডে "আমেরিকা গট ট্যালেন্ট"-এর লাইভঅনুষ্ঠানে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।চলতি বছরের মে মাসে মুম্বইয়ের আরও একটি নাচের দল "দ্য কিংস" এনবিসি ডান্স রিয়্যালিটি শো ওয়ার্ল অফ ডান্সে প্রথম স্থান দখল করে। সেখানে জেনিফার লোপেজ, নে-ইয়ো ও ডেরেক হগ-সহ ১৪ জনের বিচারকের মন জিতে নেয় তারা। সেই সঙ্গে জিতে নেয় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যাপ্রায় ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

হাই কোলেস্টেরল ? জেনে নিন কী খাবেন আর খাবেন না

রক্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কোলেস্টেরল। রক্তে উপস্থিত ৭৫ শতাংশ কোলেস্টেরল স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেহে এমনিই উৎপাদন হয়। কিন্তু বাকি ২৫ শতাংশ কোলেস্টেরল আসে বিভিন্ন প্রাণীজ খাবার থেকে। এখন এই কোলেস্টেরল ভালো না খারাপ? রক্তে উপস্থিত এই কোলেস্টেরল দুধরনের এল ডি এল (লো ডেনসিটি লিপিড প্রোফাইল) ও এইচ ডি এল (হাই ডেনসিটি লিপিড প্রোফাইল) এরমধ্যে এইচডিএল-কে বলা হয় 'গুড কোলেস্টেরল' আর এল ডি এল-কে বলা হয় 'ব্যাড কোলেস্টেরল'। এখন এই গুড ও ব্যাড কোলেস্টেরলের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলেই শরীরে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয়।

হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। তাই দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত কিছু খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা। লাইফস্টাইলেও কিছু পরিবর্তন আনা। কী খাবেন

—ওটস, বার্লির মত পুষ্টি উপাদানে ভরপুর দানাশস্য

- স্যালমন, টুনা ও সার্ডিনের মত ফ্যাটি মাছ

— ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ ভেজিটেবল অয়েল যেমন অ্যাভোকোডো, ফ্ল্যাক্স সিড, অলিভ অয়েল ও ক্যানোলা অয়েল

- বিনাস

- চিনাবাদাম ও কাঠবাদাম

- অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি

কী খাবেন না

- রেড মিড

- দুগ্ধজাত দ্রব্য

— প্রসেসড মিট

- স্যাচুরেটেড তেল যেমন নারকেল ও তাল তেল

- ভাজা খাবার

- ধূমপান ও মধ্যপান

এছাড়া শরীরে কোলেস্টরেলের মাত্রা ঠিক রাখতে সবসময় নিজেকে শারীরিকভাবে সচল রাখা উচিত। প্রতি রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো উচিত।

পুষ্টিগুণে ভরপুর পেয়ারা

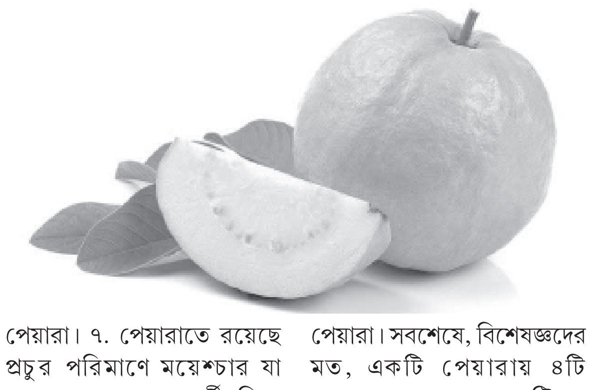

পেয়ারা শুধু একটি সুস্বাদু ফলই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর এটি। পেয়ারায় আঁশ, পানি, কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খাদ্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এছাড়া রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ও খনিজ পদার্থ।পেয়ারা খেলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো :১. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেয়ারা বেশ কার্যকর।২. এতে ইনফেকশনরোধী উপাদান রয়েছে যা হজমক্রিয়া শক্তিশালী করে।৩. রক্তসঞ্চালন ভালো রাখে। ফলে হার্টের রোগীরা এটি নিয়মিত খেতে পারেন।৪. অ্যাজমা, ঠাণ্ডা-কাশিতে কাঁচা পেয়ারার জুস বেশ উপকারী। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সময়ে সময়ে পেয়ারা খেতে পারেন। তাহলে দ্রুত মুক্তি মিলবে।৫. ওজন কমাতে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং মুখের রুচি বাড়াতেও জুড়ি নেই পেয়ারার। তাই যারা পেটের সমস্যায় ভুগছেন তারা নির্দ্বিধায় এটি খেতে পারেন।৬. ত্বক, চুল ও চোখের পুষ্টিও জোগায় পেয়ারা। ৭. পেয়ারাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চার যা তারুণ্য বজায় রাখে দীর্ঘদিন। ত্বকের রুক্ষ ভাব দূর করে ও শীতে পা ফাটা রোধ করে। ৮. ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সারের মতো কঠিন ও জটিল রোগ প্রতিরোধেও সহায়ক পেয়ারা। সবশেষে, বিশেষজ্ঞদের মত, একটি পেয়ারায় ৪টি কমলালেবুর সমান পুষ্টিগুণ বিশেষ করে ভিটামিন সি রয়েছে। তাই সম্ভব হলে প্রতিদিন ১টি করে আর না হলে সপ্তাহে অন্তত একটি করে হলেও প্রতিটি মানুষের পেয়ারা খাওয়া উচিত।

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করতে যা করবেন

আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে আপনি বুঝতে না পারলেও আপনার সামনের মানুষটি ঠিকই আপনার ব্যাপারে নীতিবাচক ধারণা পোষণ করবে। তাই সচেতন ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকে। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়া থেকেও জল আপনাকে বাঁচাবে। আমরা প্রায়ই নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়া থেকেও জল আপনাকে বাঁচাবে। আমরা প্রায়ই নিঃশ্বাসকে সতেজ রাখতে মিন্ট (পুদিনা) চকলেট ব্যবহার করে থাকি। মূলত নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী খাবারের পর মুখে উৎপন্ন সালফার যৌগ। বারবার জল ন্দ্রপদ্ধাত্রন করলে এই সাফলারযৌগ পরিষ্কার হয় যায়।

তারপর সেখানে দুর্গন্ধ নিষ্ক্রিয়কারী লালা আসে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

ভিটামিনের কার্যকারিতার জন্য ভিটামিন শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিনের কাজ তাই খুবই জরুরি। তাই ভিটামিন এমন সময় গ্রহণ করা উচিত যখন তা কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ পায়। কেননা কাজ করার ভাল পরিবেশ ও উপযুক্ত সময়ের অভা ভিটামিন তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

উপযুক্ত শর্তগুলো হচ্ছে ভিটামিন গ্রহণের সঙ্গে সামান্য চর্বি খাবেন। কেননা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিমাটিনগুলো এ, ডি, ই, কে এর শোষণের জন্য চর্বি অত্যাবশ্যক।

যদি আপনি দৈনিক একটি ভিটামিন ট্যাবলেট গ্রহণ করেন তবে তা সকালের টিফিনের সঙ্গে গ্রহণ করুন। কিন্তু যদি দৈনিক দু'টি হয় তবে সকাল টিফিনের পর একটি এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অপরটি গ্রহণ করুন।

যদি আপনি অতিরিক্ত ভিটামিন— সি গ্রহণ করতে চান, প্রতিবারের গ্রহণের মাঝে কিছু সময় বিরতি রাখবেন।

বাড়িতে ওষুধ ভাল রাখার উপায় কী ?

মাসকাবারি ওষুধ কেনেন? স্যাঁতসেঁতে বর্ষায় ড্যাম্প ওষুধে? সেই ওষুধই খাচ্ছেন বা ফেলে দিচ্ছেন? বাড়িতে ওষুধ ভাল রাখার উপায় কী? ওষুধ সংরক্ষণে মানতে হবে কয়েকটি নিয়ম। তাহলে বেশিদিন টাটকা রাখা যাবে ওষুধ।

মানুষের বাঁচার ৩ টি উপাদান কী? শুধু আলো, জল, বাতাস নয়, মানুষের জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ওষুধ। সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা নিত্যসঙ্গী। তাই বাড়িতে হাতের কাছেই মজুত রাখতে হয় ওষুধ। কিন্তু দীর্ঘদিন বাড়িতে পড়ে থেকে ওষুধ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে। ওষুধ নষ্ট, টাকা

নষ্ট। কিন্তু এই নষ্টের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী? মানুষের বাঁচার ৩ টি উপাদান কিন্তু নষ্ট করতে পারে শরীর সুস্থ করার উপাদানকে। বেশি তাপ, বাতাস, আলো এবং ময়েশ্চার ওসুধকে নষ্ট করতে পারে। ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে ওষুধ। ড্রেসার ড্রয়ার কিংবা কিচেন ক্যাবিনেটে রাখা যেতে পারে ওষুধ। তবে, আগুন, স্টোভ, সিঙ্ক এবং গরম কোনও সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে। স্টোরেজ বক্স বা তাকে রাখা যেতে পারে ওষুধ। না হলে এক্সপায়ারি ডেটের আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওষুধ।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে জনগণকে বাঁচাতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,জুলাই ২৬।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে জনগনকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অফিসও এ ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে। একটি মনিটরিং সেলও গঠন করা হয়েছে। দু'টি সিটি কর্পোরেশনকেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ডেঙ্গুর প্রকোপের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে সেতুমন্ত্রী আরো বলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে দেশের জনগণ উদ্বেগ-আতঙ্কে আছে।এই সমস্যাকে উপো করার কোনো উপায় নেই।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ ও উপ-দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়—য়া উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যারা ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক ছড়ান, তাদেরও বলবো, আসুন আমরা সবাই মিলে সামাজিকভাবে একটা লড়াই গড়ে তুলি। এই বিপজ্জনক মশা এবং এর কামড় যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে, এটাকে সহজভাবে দেখার কোনো উপায় নেই।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের জনগণও ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগে আছে, আতঙ্কে আছে। সে জন্য আমাদের এটাকে উপো করারও কোনো উপায় নেই।ডেঙ্গু নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ঢাকা দণি সিটি করপোরেশন মেয়রের বক্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কাদের বলেন, আমরা অনেক সময় এমন দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলে থাকি, সবার উচিত নিজের দায়িত্ব থেকে কথা বলা। কাজে মনোযোগ দেয়া উচিত। আমাদের সবার কথাবার্তায় সংযত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, সবার দায়িত্বশীল কথাবার্তা বলা উচিত। কথা বেশি না বলে সকলে কাজে মনোনিবেশ করবেন, এটাই আমি নেতাকর্মীকে আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়া তারা দু'জনেই যেটা বলেছেন, সেটা তাদের নিজেদের মতামত হতে পারে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, এটা এখন দেশীয় রোগ নয়, এখন দেখা যাচ্ছে- আন্তর্জাতিকভাবেও প্রকোপ বাড়ছে। চীন, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জনগণকে আমাদেরই বাঁচাতে হবে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সিটি করপোরেশন মিলে কাজ করতে হবে। যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সবারই একটা দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের দলেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ডেঙ্গু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এখানে দল দেখে এডিশ মশা কাউকে কামড় দেবে না। কাজেই সবাইকে এ বিষয়টি নিয়ে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।

কাদের বলেন, গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনির যে ঘটনা, এটা যাতে আর না ঘটে, কেউ যাতে আইন হাতে তুলে না নেয়, সে ব্যাপারে আমরা আহ্বান জানিয়েছি। রাজনৈতিকভাবেও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের দলকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি। সচেতনতামূলক ও সতর্কতামূলক সভা সমাবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।অপর প্রশ্নের জবাবে সেতুমন্ত্রী বলেন, এনজিও কর্মী প্রিয়া সাহার বক্তব্য, গণপিটুনি এই বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি-না, এ বিষয়গুলো আমরা গভীরভাবে খতিয়ে দেখছি।

তিনি বলেন,কোনো যোগসূত্র থেকে থাকলে, তা অবশ্যই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মনে করা হবে। তখন যা যা করা দরকার সব প্রস্তুতি সরকারের আছে।কাদের আরো বলেন, প্রিয়া সাহার বিষয়টি নিয়ে বার বার কথা বলার প্রয়োজন নেই। এখন বন্যা ও ডেঙ্গু সমস্যা নিয়ে আমরা কাজ করছি। প্রতিদিনই মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

খালেদা জিয়া ভীষণ অসুস্থ, তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবেন না : ফখরুল

ঢাকা,জুলাই ২৬।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা তার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। তাকে জরুরি ভিত্তিতে মুক্তি দিয়ে তার পছন্দমতো দেশের হাসপাতালে অথবা বিদেশে চিকিৎসা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

শুক্রবার (২৬ জুলাই) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, গত এক সপ্তাহে তার (খালেদা জিয়ার) ওজন অনেক কমে গেছে। আপনারা ম্যাডামকে দেখলে এখন চিনতে পারবেন না। তিনি অনেক শুকিয়ে গেছেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেবে আপনারা জনগণের সামনে তুলে ধরুন। সরকারের কাছে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিয়ে সুচিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ১৭ মাস যাবত রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় একটি মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ৩৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটার পর একটা মামলায় তার মুক্তি ও জামিনকে বিলম্বিত করা হচ্ছে। যেসব মামলায় তার জামিনপ্রাপ্য সেসব মামলায়ও তিনি জামিন পাচ্ছেন না। এই ১৭ মাসে তার শারীরিক অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে।বিএনপি মহাসচিব বলেন, আপনারা দেখেছেন তিনি (খালেদা জিয়া) যখন কারাগারে গিয়েছেন তখন সুস্থ অবস্থায় হেঁটে গিয়েছেন। এখন তিনি হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে পারছেন না। প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও ভয়াবহ। আমি ঈদের আগের দিন অনুমতি পেয়েছিলাম ও তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছি, তার রুমে বসার একটি চেয়ার আছে সেটিতে তিনি বসেছেন কিন্তু তাকে বসিয়ে দিতে হয়েছে। তিনি এখন বিছানা থেকে একা উঠতে পারেন না। দু'জন সহায়তা করে তাকে বিছানা থেকে উঠাতে হয়। হুইল চেয়ারে বসিয়ে ওয়াশ রুম কিংবা বিছানায় নিতে সাহায্য করতে হয়।

ফখরুল বলেন, তিনি (খালেদা জিয়া) সাবেক প্রধানমন্ত্রী, তিনি গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সময় লড়াই সংগ্রাম করেছেন। তিনি দুইবার বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দুই সন্তানসহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি ছিলেন। এখন তার সঙ্গে এইভাবে চরম অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। একজন প্রথম শ্রেণির বন্দির সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তার সঙ্গে এরচেয়েও খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। সঠিকভাবে তার খাবার-দাবার দেওয়া হয় না। সবচেয়ে বড় কথা তার চিকিৎসা, যেটা কোনোভাবেই এখানে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার জিহ্বায় ঘা হয়েছে, সেজন্য তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। তার দাঁত শার্পনেস হয়ে গিয়েছিল, সেটা গ্রাইন্ডিং করে কমানো হয়েছিল। সেটি আবার বেড়েছে। তার দাঁতের রুট-ক্যানেল করা দরকার। তিনি ইনসুলিন নিচ্ছেন ও ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছেন, তারপরও তার ডায়াবেটিস ২০ এর নিচে নামছে না। হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারেন না। দুই সোল্ডার ফ্রোজেন হয়ে গেছে। হাঁটা খুব দরকার, কিন্তু হাঁটতে পারছেন না। এমনতাবস্থায় যে তারপে হাঁটা সম্ভব নয়।'আমরা তার স্বাস্থ্য নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাকে কারাগারে নেওয়ার পরে সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশে যেসব মামলায় নরমালি জামিন হয়ে যায় সেগুলোতেও বিলম্ব করাচ্ছে। নিম্ন আদালততো বটেই উচ্চ আদালতেও বিভিন্ন রকম কারসাজি করে তার জামিন বিলম্বিত করছে।'এসময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, জরুরি ভিত্তিতে বিএনপি চেয়ারপারসনকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ড় আব্দুল মঈন খান, সেলিমা রহমান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন।

কার্গিল যুদ্ধে ২০ বছর : কর্ণাটকে ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে তৈরি হল পার্ক

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই (হি.স.) : দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে কার্গিল যুদ্ধে ২০ বছর ঊ ভারতীয় সেনা-জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে অভিনব উদ্যোগ কর্নাটকে ঊ কর্ণাটকের শিবমোগাতে ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। এখানে সেনাদের সাহসিকতার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই সর্বসাধারণের জন্য এই পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছে পার্কটি ঊ

জুলাই মাসের ২৬ তারিখ হল 'কার্গিল বিজয় দিবস'ঊ ১৯৯৯ সালের এই দিনই কার্গিলের যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় ঘোষিত হয়েছিলঊ ২৬ জুলাই, শুক্রবার 'কার্গিল বিজয় দিবস'-এ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ পাশাপাশি ২০ বছর আগের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শনের ছবি পোস্ট করে কার্গিল বিজয় দিবস-এর স্মৃতিচারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ 'কার্গিল বিজয় দিবস' উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশে শহিদ ভারতীয় সেনা-জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব চলছে। কর্ণাটকের শিবমোগাতে ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। মূলত সেনাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাঁদের উৎসর্গ করা হয়েছে এই পার্কটি। এখানে সেনাদের সাহসিকতার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। পার্কে সেনাদের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে তাঁরা দেশরক্ষায় নিজেদের প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। আজ এর উদ্বোধন হয় । সেই সঙ্গে আজ থেকেই সর্বসাধারণের জন্য এই খুলে দেওয়া হল পার্কটি ।

প্রসঙ্গত, বছর ২০ আগে ১৯৯৯ সালে কার্গিলে আড়াই মাস ধরে চলেছিল যুদ্ধ। প্রথমে সীমান্ত পার করে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে একটু একটু করে দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। বুঝতে পেরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় সেনা। যুদ্ধের প্রায় ১১ বছর পর পাকিস্তান স্বীকার করেছিল যে তাদের অন্তত ৪৫৩ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছিল কার্গিলে। ২০ বছর আগের সেই ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, ভারতীয় জওয়ানদের মেরে দেহ বিকৃত করে ফেরত দিয়েছিল পাকিস্তান। অথচ সেই যুদ্ধে মৃত সেই পাকিস্তানের সেনাদের দেহ সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করেছিল ভারতীয় সেনা। আজ সারা দেশেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে দিনটি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এশিয়ার ৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা,জুলাই ২৬।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এশিয়ার ৪৫টি দেশের মধ্যে এ বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার শীর্ষে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) তাদের জরিপে এ ঘোষণা দিয়েছে।

শুক্রবার সকালে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে চায় সরকার। আগামীতে আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের বেশি করতে চাই।

ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ করার ল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ল্য আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

তিনি বলেন, কেউ যেন উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হলে এদেশে কোন ব্যক্তি গৃহহীন থাকবে না। এলাকাভিত্তিক অতিদরিদ্রদের তালিকা করে তাদের সাহায্যে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান এ কে আব্দুল মোমেন।সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা সরকারের জন্য বিরাট চিন্তার বিষয়। এদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্য সবধরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।তিনি বলেন, দেশ এবং বিদেশে যারা রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রদানে সহযোগিতা করবে তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে ৪১জন ব্যক্তি ও ২০টি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদানের ১০ লাখ টাকার চেক বিতরণ করেন।এছাড়া ৭১টি পরিবারকে ১ বান্ডিল করে ঢেউটিন ও ৩ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। আগামীতে মাছের পোনা ও গাছের চারা বিতরণ করা হবে বলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী সেলিনা মোমেন, সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ইউনুসুর রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড় আহমেদ আল কবীর, সিলেট সদর উপজেলার চেয়ারম্যান আশফাক আহমেদ, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অধ্য সুজাত আলী রফিক, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান মো. নিজাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ বাঁকুড়ায় একই পরিবারের ৮ সদস্য

বাঁকুড়া, ২৬ জুলাই (হি. স.) : গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে একই পরিবারের ৮ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে বড়জোড়া থানার হাট আশুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্দারবনি গ্রামে।।

এদিন সকালে গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে বাড়ির বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ লেগে গোটা বাড়িতে আগুন ধরে যায় বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে।সেই সময় সকলেই ওই ঘরে বসে চা মুড়ি খাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় পরিবারের কর্তা শফিকুল শেখ, তার স্ত্রী জ্যোৎস্না বিবি, ভাই মফিজুল সেখ, ছেলে জসিম শেখ, মেয়ে ফাতেমা খাতুন, ভাইপো সুরজ সেখ, প্রতিবেশী সাইফুদ্দিন মণ্ডল ও আত্মীয়া সাকুরা বেওয়া অগ্নিদগ্ধ হন। এদিন সকালে গ্রামের বাসিন্দা তথা আত্মীয় সাদ্দাম শেখ বলেন, এ দিন সকালে সকলেই অ্যাসবেস্টারের ছাউনি দেওয়া একটি ঘরে বসে চা মুড়ি খাচ্ছিলেন ছিলেন। ওই ঘরেই রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থাকলেও এদিন জ্যোৎস্না বিবি উঠোনে থাকা কাঠের উনুনে চা করে এনে সকলকে দেন। তারপর জ্যোৎস্না বিবিও চা নিয়ে বসে সকলের সাথে চা মুড়ি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে ঘরে আগুন ধরে যায়। ঘরের দরজাতেও আগুন ধরে যায়।দরজাতেও আগুন লেগে যাওয়ায় ভিতরে থাকা কেউই দরজা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসে দেখি পুরো ঘরটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাসবেস্টারের চালার একটা অংশ উপরের দিকে উঠে যায়। তার পরই আগুন নিভে যায়। সম্ভবত সেই সময় গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে সকলেই ঝলসে গেছেন। তিনি জানান, ওঁদের আত্মীয়া সাকুরা বেওয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোনামুখী ব্লকের আমলাশোল থেকে এসেছিলেন। সে কারণে সকলেই আত্মীয়ের সঙ্গে একসাথে গল্প করতে করতে চা মুড়ি খাচ্ছিলেন।তার মাঝে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।এই ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে আসেন বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অলোক মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিদগ্ধ ৮ জনকেই বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে সকলকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়ে ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ঘরের ভিতরে বিদ্যুতের ওয়ারিং থেকে কোথাও লিক ছিল। সম্ভবত স্পারকিং করার ফলেই তাতে আগুন ধরে যায়। একই অনুমান পুলিশের। বড়জোড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশার বিরুদ্ধে 'সামাজিক লড়াই' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,জুলাই ২৬।। ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক না ছড়িয়ে এ রোগের বাহক এডিস মশার বিরুদ্ধে 'সামাজিক লড়াই' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, "দল দেখে এডিস মশা কাউকে কামড় দেবে না। কাজেই সবাইকে এ বিষয়টি নিয়ে সচেতন হতে হবে, সতর্ক হতে হবে।" রাজধানীর ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব আসে।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "যারা এ নিয়ে আতঙ্ক ছড়ান, তাদেরকে বলব, আসুন, আমরা সকলে মিলে সামাজিকভাবে লড়াই গড়ে তুলি। এই বিপদজনক মশা, এর কামড়ের ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে, সে কারণে সহজভাবে দেখার কোনো উপায় নেই।"রাজনৈতিকভাবেও সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, "আমাদের দলকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি। সচেতনতামূলক এবং সতর্কতামূলক সভা সমাবেশ করে আমাদের দলও এ ব্যাপারে অংশ নেবে।" স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর সারা দেশে সাড়ে নয় হাজারের বেশি মানুষ মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে কেবল জুলাই মাসেই হাসপাতালে গেছেন রেকর্ড সাড়ে ছয় হাজার মানুষ।তবে আক্রান্ত রোগীদের সবার তথ্য সরকারের নজরদারির মধ্যে আসে না বলে ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকের ধারণা।ডেঙ্গু ইতোমধ্যে মহামারীর আকার ধারণ করেছে কি না, সেই প্রশ্ন যেমন কেউ কেউ তুলছেন, ঢাকায় মশা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটি করপোরেশন আদৌ প্রস্তুত ছিল কি না- সেই প্রশ্নও আসছে।

ডেঙ্গু নিয়ে সরকারের উদ্যোগ জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন, "চীন, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে গেছে। এটা এখন দেশীয় রোগ নয়, এখন দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবেও প্রকোপ বাড়ছে। সেজন্য আমাদের এটাকে উপো করার কোনো কারণ নেই। আমাদের জনগণ ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগে আছে, আতঙ্কে আছে।"কাজেই আমাদের জনগণকে আমাদের এই কঠিন রোগ থেকে এবং ডেঙ্গু মশার উপদ্রব থেকে রা করতে হবে। জনগণকে বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর অফিসও এ ব্যাপারে খুব সক্রিয়। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেও একটা মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে, দুই সিটিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। "

অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সবুর, আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ, উপ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভোজপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালেন সাংসদ তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ভোজপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তি করার দাবি জানালেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। শুক্রবার তিনি রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে এই দাবি তোলেন।

এদিন প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা রাজ্যসভায় ভোজপুরি ভাষাকে উচিত সম্মান দেওয়ার জন্য দাবি তুলে সংবিধানের অষ্টম ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তি দাবি জানান। তিনি বলেন, এই ভাষা প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো। ভোজপুরি ভাষাভাষীর মানুষ এদেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যে বসবাস করেন। প্রায় কুড়ি কোটিরও বেশি ভোজপুরি ভাষাভাষীর মানুষ এদেশে রয়েছেন। এছাড়া বিশ্বে ২৪ টি দেশে ভোজপুরি ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। এদিন তিনি ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জি এন দেবীর গবেষণাকে উল্লেখ করে বলেন, এই মুহূর্তে ভোজপুরি ভাষা বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে যাওয়া ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া তিনি মরিশাস সরকার ভোজপুরি ভাষা প্রয়োগের বিষয়টিও সংসদে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালে মরিশাস সরকার ভোজপুরি ভাষাকে তাদের দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি ওই দেশের প্রায় আড়াইশোটি সরকারি স্কুলের ভোজপুরি ভাষায় পঠন-পাঠনও করানো হয়। এছাড়া মরিশাস সরকার ভোজপুরি ভাষাকে বিশ্ব ভাষার মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে ভারত সহ ১৬০টি দেশ সম্মান দিয়েছে। বিজেপির এই নেতা এদিন বলেন, ভোজপুরি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংসদে ১৯৬৯ সাল থেকে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। প্রথম দেশের চতুর্থ লোকসভায় সাংসদ ভগেন্দ্র ঝা এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেই সময় থেকে এখন কোন পর্যন্ত ১৮ বার এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকবার দৃষ্টিআকর্ষণ প্রস্তাবের মাধ্যমে এবং সংসদের জিরো আওয়ারে এ বিষয়ে চর্চার করার দাবিও জানানো হয়েছে।

ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের 'মালহার উৎসবে' মুগ্ধতা ছড়ালেন শিল্পীরা

ঢাকা,জুলাই ২৬।। ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত মালহার উৎসবে শাস্ত্রীয় ঘরানার সংগীত শিল্পীদের পরিবেশনা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছেন দর্শক-শ্রোতারা।

শুক্রবার (২৬ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শিল্পকলা একাডেমির মূল থিয়েটার হলে দু'দিনব্যাপী এ সংগীত উৎসব শুরু হয়।অনুষ্ঠানের শুরুতেই দু'টি রাগ সংগীত পরিবেশন করেন ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতি সায়নী সিন্ধে সাত্যায়া।এরপর যৌথভাবে সেতার এবং তবলা পরিবেশন করেন ভারতীয় পণ্ডিত কুশল দাস ও পণ্ডিত শুভংকর ব্যানার্জি।

এসময় তাদের সহযোগীতা করেন পণ্ডিত কুশল দাসের ছেলে রঞ্জিত দাস।সেতার ও তবলার নান্দনিকতার সুরে দর্শকশ্রোতা হারিয়ে যান সুরের ঝরনা ধারায়। সেতার ও তবলার সুর থেমে গেলেও দর্শকদের সুরের মুগ্ধতা শেষ হয় না। দর্শকদের অনুরোধে আবার বাজাতে হয়।

উৎসবের প্রথম দিনে শিল্পকলা একাডেমির থিয়েটার হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলীসহ দূতাবাসের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ক্রেস্ট দেন রিভা গাঙ্গুলী।

আজ শনিবার (২৭ জুলাই) দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে মালহার উৎসবে অংশ নেবেন বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা গোপ, ভারতীয় পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু ও পণ্ডিত শুভংকর ব্যানার্জি।

বিএসএফের ১৫৮ নং ব্যাটেলিয়ান কার্গিল দিবস পালন করেছে। ছবি - নিজস্ব।

প্রাক্তন ছাত্রের হাতে মার খেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক

কলকাতা,২৬ জুলাই (হি.স.):আরও একবার সংবাদের শিরোনামে উঠে আসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামঊএবার প্রাক্তন ছাত্রের হাতে নিগৃহীত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষকঊ আজ শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে চুলের মুঠি ধরে শিক্ষককে মারে ছাত্রঊ আপাতত সেই ছাত্রকে আটক করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীরাঊবিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আব্দুল কাফি এদিন দুপুর সওয়া দুটো নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন ।

সাংবাদিক পিন্টু লাল দে'র প্রয়াণে বিভিন্ন সংগঠনের শোক প্রকাশ

আগরতলা, ২৬ জুলাই।। চোখের জলে বিদায় দেওয়া হল সাংবাদিক পিন্টু লাল দে-কে। শুক্রবার কৈলাসহরে প্রয়াত সাংবাদিক পিন্টু লাল দে'র শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিকদের পাশাপাশি আগরতলা থেকেও আসা সাংবাদিকরাও শেষকৃত্যে অংশ নেন।

এদিকে, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে সাংবাদিক পিন্টু লাল দের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সেইসাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকেও সাংবাদিক পিন্টু লাল দে'র প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরের কাচারিছড়ার দিকে নজর নেই প্রশাসনের। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন আগামীকাল সেখানে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। যদি আশেপাশের এলাকার উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলে এই কাচারিছড়া একটি পর্য্যটন কেন্দ্র হতে পারে বলে এলাকাবাসীর বক্তব্য। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুক্রবার ফের জেলা সফরে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর দলের সংগঠনের দিকে বাড়তি নজর দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের রুটিন প্রশাসনিক কাজ সারলেও গত দু'মাসে তিনি নিজের রেওয়াজ মেনে তাই জেলা সফরে বেরননি। শুক্রবার তিনি শুরু করছেন এই জেলা সফর।

দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্যে লোকসভা ভোটের ফলেই পরিষ্কার, ধর্মীয় মেরুকরণের কাছে হার মেনেছে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ। আর তার জেরেই উত্তরবঙ্গে শাসকদলকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেরও বেশ কয়েকটি জেলায় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূলকে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে শতাধিক পুরসভার ভোট রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে জেলায়-জেলায় হারানো জমি ফিরে পেতে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বিধির কারণে আরও প্রায় তিন মাস সরকারি সফরে বেরননি মুখ্যমন্ত্রী। এখন কালক্ষেপ না করে ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার মাসদুয়েক বাদেই ফের জেলা সফরে বেরোচ্ছেন তিনি। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দিয়েই শুরু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ভোট পরবর্তী জেলা সফর। নবান্ন সূত্রে খবর, উৎসব মরসুম মিটে যাওয়ার পরেই বেশ রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভার ভোট সেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী ২০২১-র বিধানসভা ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরার ক্ষেত্রে পুরভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তী তথা মুখ্যমন্ত্রী। তাই সরকারের সামাজিক ও কল্যাণমুখী প্রকল্পের হালহকিকত ফের নিজের চোখে দেখে নিতে চাইছেন। মানুষের মন পেতে রাজ্য সরকারের কোন প্রকল্পের উপরে জোর দেওয়া উচিত, প্রশাসনিক শৈথিল্যের কারণে কোন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছয়নি, তা নিজেই যাচাই করতে চাইছেন তিনি।

বিতর্কের জেরে তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা হচ্ছে, দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বিতর্কের জেরে তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা হচ্ছে বলে দাবি করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলপন্থী শিক্ষক সমিতির এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের যে এত স্ত্রীরোগ হতে পারে, তা জানা ছিল না। এতে তিনি আতঙ্কিত। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রী কীভাবে প্রকাশ্যে এ রকম কথা বলতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার তিনি গতকালের বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান।

পার্থবাবু এদিন বলেন, "আমার দেওয়া বক্তব্যকে অপব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সরকার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিক্ষিকাদের দূর দূরান্তের স্কুলে কাজ করাকে সঠিক বলে মনে করেনি। সেই কারণেই শিক্ষিকাদের যতটা সম্ভব তাঁদের নিজেদের জেলাতেই যেখানে শিক্ষিকার বা শিক্ষক এর দরকার সেখানেই তাঁদের রাখতে বলা হয়েছে। এটা ঠিকই যে অন্যদের বিষয় কখনও আগের আমলের বদলি নীতিতে আমরা কাজ করেছি। নিয়োগ করবার সময় শিক্ষিকাদের নিজেদের জেলাতেই যতটা সম্ভব নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া আছে। বদলির সময় সেই নিয়ম যতটা সম্ভব মেনে চলতে বলা আছে। শিক্ষিকাদের সমস্যা জানাতে গিয়ে যদি কোনও অপব্যাখ্যা হয়ে থাকে তা কখনও কাম্য নয়। আমি মহিলাদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, তাতে যেভাবে তার অপব্যাখ্যা হচ্ছে তাতে মর্মাহত। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রত্যাশিত গর্ভধারণ নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে অনুমতি দিয়েছেন, সেই অনুভূতি আগের আমলে দেওয়া হয়নি। আমাদের সরকারি প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষক সমাজকে নিজেরাই সুযোগ দিয়ে, এমন কি ৫০ নম্বর যাঁদের নেই তাঁদেরও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এদিন যাঁরা সমালোচনা করছেন, আমাদের এই উদ্যোগের কোনও সাধুবাদ জানাননি। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে না। সরকার সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেও গোটা শিক্ষক সমাজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকলে তাঁরা বুঝবেন শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার্থে শুধু নয় শিক্ষার পরিকাঠামোগত ও ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে এই সরকার কতটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

বিতর্ক

● প্রথম পাতার পর

তথ্য সঠিকভাবে অবগত করানো হয়নি বলেই রেল মন্ত্রীর জবাব থেকে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ত্রিপুরায় ট্যুরিস্ট টয় ট্রেন চালানোর মতো পরিকাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিক ভাবেই টয় ট্রেন ত্রিপুরায় চালানো আপাতত সম্ভব নয়। রেল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, টয় ট্রেন নিয়ে এক্ষেত্রে লোকসভায় দেয়া তথ্য ভুল বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, সাংসদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এই বক্তব্যে কোনো ভাবেই সত্যতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের সাথে রেল মন্ত্রকের যোগাযোগে ঘাটতি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই, রেল মন্ত্রীর জবাবকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

নয়া রাজ্যপালের

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যাবেন। তবে, তাঁর আগেই নয়া রাজ্যপাল ত্রিপুরায় চলে আসবেন। তিনি বলেন, আগামীকাল সকালে ত্রিপুরার নয়া রাজ্যপাল রমেশ বাইস আসছেন। তাঁকে রাজভবনে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে। এছাড়া তিনি বিদায়ী রাজ্যপালের সাথে আগামীকাল সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

চাকমাবাবু বলেন, নয়া রাজ্যপাল আগামী ২৯ জুলাই সকাল ১১টায় শপথ নেবেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। তাঁর দাবি, বিদায়ী রাজ্যপালের সংবর্ধনা এবং নয়া রাজ্যপালকে বরণ করে নেওয়ার জোরদার প্রস্তুতি চলছে।

এবিভিপির

● প্রথম পাতার পর

পরিষদ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাঁর দাবি, দায়িত্ববান সংগঠন হিসেবে রাজ্যের কলেজগুলিতে সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন জারি রাখবে বিদ্যার্থী পরিষদ।

এদিকে, আজ শিক্ষামন্ত্রী কলেজগুলির সমস্যা নিয়ে আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন। সূত্রের খবর, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা সাজু বাহিদ এ-সহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের সাথে কলেজের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

মামলা-পাল্টা মামলা হয়েছে। আমতলি থানায় ওই ঘটনায় তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। আমতলি থানা মামলা নম্বর ২০১৯ এএমটি ০৬৮, ২০১৯ এএমটি ০৬৯ এবং ২০১৯ এএমটি ০৭১ মামলায় আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে। আদালতে মামলা নম্বর ০৬৯ সম্পর্কে তদন্তকারি অফিসার নিভা সিনহা জানিয়েছেন, মামলাকারী অজিত নমঃর স্ত্রী শঙ্করি নমঃ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযুক্ত তিনজনের বাড়িতে অভিযান চালালেও অন্য দুই অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযানে জাননি। আদালতে তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, আজ ওই দুই অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালাবেন।

বিচারপতি অরিন্দম লোধ আজ তদন্তকারী অফিসারকে সঠিকভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। নইলে সমাজে ভুল বার্তা যাবে বলে মনে করেন বিচারপতি। তিনি ওই মামলায় আগামী সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় সমস্ত অভিযুক্তদের আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবিষয়ে এপিপি সম্রাট ঘোষ জানিয়েছেন, সিদ্ধিআশ্রমের ওই দিনের ঘটনায় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ও তাঁর ভাই তুলসি পাল এবং শঙ্করি নমঃ সহ আরো অনেকেই অভিযুক্ত। তাই আগামী সোমবার বিধায়ক সহ সকল অভিযুক্তদের হাইকোর্টে হাজিরা দিতে হবে।

শপথ

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যপালের কাছে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ এইচ ডি কুমারস্বামী সরকারের পতনের পরে, শপথগ্রহণের জন্য জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলেন ইয়েদুরাপ্পা ঊ জ্যোতিষী জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩.২৮ মিনিট থেকে ৩.৪৮ মিনিট পর্যন্ত এবং শুক্রবার বিকেলে চারটের মধ্যে শপথ গ্রহণের জন্য শুভক্ষণ ঊ কিন্তু, শুভক্ষণের পরই শুক্রবার বিকেল ছ'টা নাগাদ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। জ্যোতিষির পরামর্শে বদল হয়েছে তাঁর নামের বানানেও। সকালেই রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল বাজুভাই বালার সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানান ইয়েদুরাপ্পা। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইয়েদুরাপ্পা জানান, 'রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছি। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি শপথ নেব।' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ নাটকের পর গত মঙ্গলবারের আস্থাভোটে কর্ণাটকে পতন ঘটেছে ১৪ মাসের কংগ্রেস-জেডি (এস) সরকারের। কর্ণাটকে বিজেপির ঝুলিতে রয়েছে ১০৫ জন বিধায়ক।

বিজয় দিবস

● প্রথম পাতার পর

শ্রদ্ধা ও পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারগিল যুদ্ধে শহিদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁদের স্মৃতিতে শহিদ বেদি তৈরি করেছেন। ভারত এমন একটি দেশ অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন যাঁরা সেনাদের সহায়তায় দেশকে সুরক্ষিত রেখেছেন, মত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিএসএফ-সহ অন্যান্য বাহিনীর অফিসাসারেরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে আগরতলার পোস্টঅফিস চৌমুহনি এলাকায় সেনা জওয়ানদের শহিদ বেদিতে কারগিল দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপ মহাত্মে-সহ অন্যান্যরা। বেসরকারি বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার উদ্যোগেও অনুষ্ঠিত হয়েছে কারগিল বিজয় দিবস। এই উপলক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আলোচনার সময় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার রাজ্যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক যোগান প্রয়োজন ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড কীভাবে তার সংস্থান করতে পারে সে সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন।

আজকের সভায় ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড অ্যাক্ট ২০১৮-এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কৃষি সম্পর্কিত পরিকাঠামো, বিল্ডিং, পানীয় জল, শিক্ষা, মৎস্য, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলসেচ, জলবন্দর, স্থলবন্দর, বিদ্যুৎ, পর্যটন, পরিবহণ ইত্যাদি ২৩টি তালিকাভুক্ত বিষয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে বোর্ড কাজ করবে বলে সভায় জানানো হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কাজ করবে বোর্ড, এই বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে।

এছাড়াও এদিনের সভায় বোর্ডের প্রাথমিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি এবং একটি ফিনান্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড কোন কোন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সংস্থান করবে এই সম্পর্কেও এদিনের সভায় আলোচনা হয়েছে। সাথে বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সভায় প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ও শহর এলাকায় বিভিন্ন অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর্থিক সংকুলানের উপর নির্ভর করে নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

পথচারী

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে। আগরতলা এয়ারপোর্ট রোডে অটোতে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করা হলেও ট্রাফিক পুলিশ এব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা বলেও অভিযোগ।

এদিকে, দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় বাস ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে পেশায় স্বাস্থ্য কর্মী স্কুটি চালক চয়ন মজুমদার (৪২)। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ টিআর ০১ এজে ৭৯৮২ নম্বরের স্কুটির সাথে টিআর ০৮ ১৩৩২ নম্বরের যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে স্কুটি চালক ছিটকে পড়েন। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় ওই ঘটনায় সোনামুড়া ঠাকুরমুড়া কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা চয়ন মজুমদার গুরুতর আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থেকে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। এদিকে, পুলিশ যাত্রবাহী বাস ও স্কুটি আটক করেছে। বাসের চালক পালতক বলে পুলিশ জানিয়েছে ।তাঁর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তিনি আইজিএম হাসপাতালে নার্সিং বিভাগে কর্মরত। আজ সকালে হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে। তিনি এখনও সংকটমুক্ত নন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

নির্ধারণ

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে গিয়েছেন। এছাড়া, নিরাপত্তার দায়িত্বে টিএসআর, পুলিশ কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীও বুথ ও স্ট্রংরুম ছাড়া অন্যত্র নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন থাকবে।

চালকদের

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, প্রত্যেক ই-রিকশার অনুমোদনের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, ফর্ম টুয়েন্টি, সেইল সার্টিফিকেট ফর্ম টুয়েন্টি ওয়ান, সার্টিফিকেট অব রোড ফিটনেস ফর্ম টুয়েন্টি টু, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট, বাসস্থানের ঠিকানার প্রমাণপত্র থাকতে হবে।

এই নির্দেশ প্রচারিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ই-রিকশা চালক-মালিকরা। আজ তাঁরা আগরতলায় পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের বক্তব্য, ঋণ নিয়ে আমরা অনেকেই ই-রিকশা কিনেছি। তখন অনুমোদন ছিল কিনা তা যাচাই করার সুযোগ ছিল না। তাঁদের দাবি, ই-রিকশা বিক্রেতাদের প্রতারণার শিকার হয়েছি আমরা। তার মাশুল আমাদেরই যদি দিতে হয়, তা-হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। তাঁদের সাফ কথা, ত্রিপুরা সরকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে ওই আদেশ পালনে চাপ দিলে তা মেনে নেওয়া যাবে না। কারণ, রাজ্যের ৯০ শতাংশ ই-রিকশার বৈধ কাগজপত্র নেই। ওই নির্দেশ পালন করতে গেলে ই-রিকশা চালকরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন। তাঁদের কড়া হুঁশিয়ারি, ত্রিপুরা সরকার আপাতত আদেশ প্রত্যাহার না করলে রাজ্যে ধর্মঘট পালন করা হবে।

কৈলসৈহরে

● প্রথম পাতার পর

সাজিদ এবং সাজিদের পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হয়ে যাওয়ায় যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করে বলে জানান মকবুল আলি। সম্প্রতি তাজমিনা বাড়িতে জানিয়েছিল যে, সাজিদ বাইকের দাবি করেছে। বন্ধন ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বাইক কিনে দেবার জন্য সাজিদ দাবি করছে। তাজমিনার বাড়ি থেকে বাইক না দেওয়াতে গতকাল রাতে সাজিদ এবং তাঁর বাড়ির অন্যান্যরা মিলে তাজমিনার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে তাজমিনার মা-বাবা অভিযোগ করেন।

আগুন লাগানোর পর তাজমিনাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে তাজমিনার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে তাজমিনাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে। সাজিদ এবং সাজিদের পরিবারের সদস্যরা মিলে এই কাজ করেছে বলে তাজমিনার প্রতিবেশী মহিলারাও দাবি করেন। এই ঘটনার পর তাজমিনার বাবা মকবুল আলি কৈলাসহর মহিলা থানায় সাজিদ এবং সাজিদের পরিবারের সদস্যদের নামে এফআইআর করেন। মহিলা থানার পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কারণ সবাই পলাতক। উল্লেখ্য, সাজিদ বিয়ের পূর্বে ব্যাঙ্গালোরে থাকত এবং সেখানে একটি প্রাইভেট সংস্থার সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করত। তাজমিনার এই ঘটনার পর তাজমিনার মা একেবারেই ভেঙে পড়ে।

জানালেন স্পিকার

আটের পাতার পর

কোনও অসংলগ্নতা বা অন্যায় পাওয়া যায়, তা হলে তিনি পদত্যাগ করতেও রাজি আছেন। যদিও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের জন্য সপা সাংসদ আজম খানকে তিরস্কার করেছেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবী। শুক্রবার সকালে রমা দেবী জানান, 'তিনি (আজম খান) মহিলাদের কখনই সম্মান করেননি, জয়া প্রদাজী সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা আমাদের কারও কাছেই অজানা নয়। লোকসভায় থাকার যোগ্যই নয় আজম খান, তাঁকে অবিলম্বে বহিষ্কার করার জন্য স্পিকারকে আমি অনুরোধ করব। আজম খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।' এরপর বিরোধী দলীয় সদস্যদের সঙ্গে এদিনের বৈঠক শেষে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা নির্দেশ দেন, লোকসভাতেই ক্ষমা চাইতে হবে আজম খানকে। ক্ষমা না চাইলে সপা সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তিনি।

সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সেই উদ্যোগকে সফল করতে শিশু কমিশনও এগিয়ে এসেছে। সে জন্যই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও অন্যান্য স্কুলগুলিতে উপস্থিতির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্রই এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য শিশু কমিশনের চেয়ারপার্সন। এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের নিয়মিত স্কুলে যেতে অভিভাবকদেরকেও উৎসাহিত করবে বলে তিনি মনে করেন।

৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি

আটের পাতার পর

কোনও জায়গা নেই। কাজেই যারা ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে, আমরা চাই তাদের প্রত্যেককেই প্রতিহত করা হোক।' গণপিটুনি ও অসহিষ্ণুতা নিয়ে ওই চিঠির বক্তব্য, 'গণপিটুনি একটি সামাজিক ব্যধি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এর বিরুদ্ধে বহুবার মুখ খুলেছেন। সবাইকে এর বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা উচিত।'

জেলাশাসকের কার্যালয়ে সভা

আটের পাতার পর

সঙ্গে সংগতি রেখে আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কাছাড় জেলায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করার উদ্দেশ্যে শুক্রবার শিলচরে কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক বিক্রম দেবশর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় আগামী ১৫ আগস্ট দেশের ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবস সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকগণ এতে অংশ নেন।

বিগত বছরের মতো এ-বছরও ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় নানা কার্যসূচিকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতার উপর কার্যসূচি, বৃক্ষ রোপণ কার্যসূচি ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া ছাড়াও সরকারি ভবনগুলোকে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার ওপর আলোচনা করা হয়ন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এই কার্যসূচি রূপায়ণে সহযোগিতা করতে অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবশর্মা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকগণকে আহ্বান জানান। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংপি, সহকারী কমিশনার অভিলাষ বার্নওয়াল প্রমুখ অংশ নেন।

শপথ নিলেন ৪ সদস্য

তিনের পাতার পর

শুরুতেই নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। পিএমকে নেতা আনবুমণি রামাদস সহ মোট ৪ জন সদস্য এদিন শপথ নিয়েছেন। এদিন আনবুমণি রামাদস তামিল ভাষায় শপথ গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই সংসদের উচ্চকক্ষে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন তামিলনাড়ুর চারজন সদস্য। পিএমকে সদস্য আনবুমণি রামাদস, এমডিএমকে সদস্য ভাইকো এবং এআইএডিএমকে ও ডিএমকে দলের দুই সদস্য নবনির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই এদিন শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর আনবুমণি স্বাগত জানিয়েছেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু-কে।

বিরাটদের কোচ নিয়োগ পদ্ধতি আপাতত বিশ বাঁও

দেবাশিস দত্ত: ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাটদের কোচ নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তো বটেই, আবেদনপত্র জমা পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু, নতুন কোচদের বেছে নেবেন কে বা কারা? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের (সিওএ) তিন সদস্য। শীর্ষ কর্তা বিনোদ রাই যেভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে মিতালি রাজদের কোচ নিয়োগ করেছিলেন, তার প্রতিবাদ জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি তাঁরই সতীর্থ ডায়ানা এডুলজির। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন প্রাক্তন জাতীয় দলের আমলা বিনোদ রাই।কোচ নিয়োগ করবেন কারা? এটা নিয়ে বোর্ড কিন্তু এখন বিশ বাঁও জলে। বিশ্বকাপ চলাকালীন, নিঃশব্দে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সিওএ প্রধান জানতে চেয়েছিলেন, মহিলা কোচ নিয়োগ করার কমিটিকে দিয়ে বিরাটদের কোচ নিয়োগ করা যাবে কিনা। নিজের কৃতকর্মের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই কিন্তু বিনোদবাবু ঠিক রাস্তায় এগোতে চাইছেন। সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেনি। বিনোদ রাই অবশ্য বসে না থেকে সিঙ্গাপুরে বসেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন সমস্যা সমাধানের রাস্তা বার করার জন্য।মিতালি রাজ---দের কোচ বেছে নিয়েছিলেন যে কমিটি, সেই কমিটিতে আছেন এখনও কপিলদেব, অংশুমান গায়কোয়াড় এবং শান্তা রঙ্গস্বামী। ডব্লু ভি রামনকে মহিলাদের কোচ হিসেবে তুলে আনা হয়েছিল জাতীয় ক্রিকেট আকাদেমি থেকে। রামনের নির্বাচন যদি সত্যিই অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে, আরও দুটি পদের জন্য কোচ বাছতে হবে। এক, জাতীয় আকাদেমির ব্যাটিং কোচ এবং হরমনপ্রীত কৌর—দের মুখ্য কোচ। তখন ডব্লু ভি রামন কী করবেন? কোন দায়িত্ব দেওয়া হবে তাঁকে? এবং সমস্যা কপিলদেব ও অংশুমান গায়কোয়াড়দের নিয়েও। এই কমিটির তিন সদস্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত। এঁদের হাতেই ক্রিকেটারদের সংগঠনে জমাট ভাব আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটাও তো স্বার্থের সঙ্ঘাতের পর্যায়ে পড়ে। তাহলে, এমন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের হাতে মহিলাদের কোচ বাছার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কেন? এর পরও কেনই বা বলা হচ্ছিল যে, বিরাটদের কোচ বেছে নেবেন কপিলদেবরাই। এখন এ জাতীয় নানা ফ্যাঁকড়ায় বিরাটদের কোচ নিয়োগ পদ্ধতি বিশ বাঁও জলে আটকে রয়েছে। যে পরিমাণ বিতর্কের বুদবুদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাতে নিঃশব্দে নিজের পছন্দের ক্রিকেটারদের দিয়ে পছন্দের কোচকে রাখা হয়তো যাবে না। তাকিয়ে থাকতে হবে অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকেই। আগেও বলেছি, আবার বলছি, বিরাট চাইলে হেড কোচ পদে এখন যিনি আছেন, তিনিই সদলবলে থাকবেন। (তবে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ মাইক হেসন নাকি ভারতীয় দলের হেড কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করার কথা ভাবছেন)ডায়ানা এডুলজি কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন পদ্ধতির এই গোলমালের কথা। শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, ভি ভি এস লক্ষ্মণদের নিয়োগের সময় বলা হয়নি, কোন কোন দায়িত্ব তাঁরা পালন করতে পারবেন না। মিতালিদের কোচ নিয়োগের সময়ও তাঁরা বলেছিলেন, সময় লাগবে ওই দায়িত্ব পালন করতে। একই সঙ্গে স্বার্থের সঙ্ঘাতের ব্যাখ্যাও চেয়েছিলেন। যা বোর্ড দিতে পারেনি। তাহলে, কেন শচীনদের কোচ নিয়োগের কমিটিকে বাতিল করে কপিলদের নিয়ে আসা হয়েছিল। 'সময় নেই এখন' বলেছিলেন শচীনরা। যার অর্থ এটা নয় যে, ভবিষ্যতে সময় পাওয়া যাবে না। এ সব প্রশ্ন তুলেছিলেন সিওএ---র সভায় ডায়ানা। এখন সিওএ—র অন্দর মহলে ওই প্রশ্নগুলোই ঘুরেফিরে আসছে।অনেকেই জানেন, ডব্লু ভি রামন মহিলাদের কোচ হওয়ার পর প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বিক্রম রাঠোর জাতীয় ক্রিকেট আকাদেমিতে ব্যাটিং পরামর্শদাতা হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। যা নিয়ে দ্রুত সিওএ আলোচনায় বসবেন। এখানেও রয়েছে স্বার্থের সঙ্ঘাত। কারণ তাঁর শ্যালক আশিস কাপুর জুনিয়র বিভাগে ভারতীয় দলের নির্বাচক। এ কারণে অনূর্ধ ১৯ বিভাগে বিক্রম রাঠোর ব্যাটিং কোচ হওয়ার ব্যাপারে যে আবেদন করেছিলেন, তা বাতিল হয়ে যায়। তাহলে এখন আবার কেন বিক্রম আবেদন করেছেন? আশিস কিন্তু এখনও নির্বাচক পদে আছেন। এ সব নিয়েও আলোচনা হবে দ্রুত। ইতিমধ্যে সিওএ সদস্যরা ভারতের প্রতিটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছে যে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচন পর্ব শেষ করে ফেলতে হবে। ৩৬টির মধ্যে ২০টি অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই নির্বাচনের জন্য অফিসার নিয়োগ করার পদ্ধতির মধ্যে আছেন।

সৌরভের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিনোদ কাম্বলি

শুভমন গিল ও অজিঙ্ক রাহানেকে দলে না নেওয়ায় টুইটারে প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এও বলেন যে, ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে একই ক্রিকেটার খেলালে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নির্বাচকদেরও সেই কাজ করা উচিত বলে জানান তিনি। সৌরভের এই মন্তব্যেরই তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি।সৌরভ টুইট করে লিখেছিলেন, ''সময় এসেছে নির্বাচকদের সব ফরম্যাটে একই খেলোয়াড় নেওয়ার। কারণ সেই দলই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে যারা সব ফরম্যাটে খেলে। সবাইকে খুশি করার জন্য দল তৈরি নয়, তাদেরকেই নেওয়া দরকার যারা আত্মবিশ্বাসী।''তাঁর

উত্তরে সাড়া জাগিয়েও হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাবান ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি টুইট করেন, ''যে ঘোড়া যে মাঠে স্বচ্ছন্দে তাঁকে সেখানেই দৌড়তে দেওয়া উচিত। আমি মনে করিযে খেলোয়াড় যে ফরম্যাটে স্বচ্ছন্দ তাঁকে সেই ফরম্যাটেই খেলানো উচিত। তাতে একাধিক প্লেয়ারকে দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকবেযা পরবর্তী সময় বড় টিমের বিরুদ্ধে খেলতে সাহায্য করবে।''তবে কাম্বলির এই মন্তব্যের কোনও উত্তর দেননি ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার।

জাপান ওপেনে ধাক্কা সিন্ধুর, সেমি ফাইনালে অন্য এক ভারতীয় তারকা

ওয়েবডেস্ক: গত রবিবারই ইন্দোনেশিয়া ওপেনে ফাইনাল খেলেছিলেন ভারতীয় টেনিস তারকা পিভি সিন্ধু। তার কয়েকদিন পরে জাপান ওপেনের মঞ্চে ধাক্কা খেলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় হল তাঁর। যদিও চমক দিয়ে পুরুষদের বিভাগে সেমি ফাইনালে উঠে গিয়েছেন আরও এক ভারতীয় তারকা সাই প্রনীত।তাতপর্যপূর্ণ ভাবে রবিবার ইন্দোনেশিয়া ওপেনের ফাইনালে যাঁর কাছে হেরেছিলেন, সেই আকেন ইয়ামাগুচি এ বারও সিন্ধুকে হারিয়ে দিলেন। স্ট্রেট সেটেই হারেন সিন্ধু, যদিও রবিবারের তুলনায় এ দিন সিন্ধুর দাপট কিছুটা বেশিই ছিল। প্রথম সেটে বেশ অনেকক্ষণ ইয়ামাগুচির থেকে এগিয়ে ছিলেন তিনি। একটা সময়ে সিন্ধুর পক্ষে ছিল ১৩ পয়েন্ট আর ইয়ামাগুচির পক্ষে ছিল ১২ পয়েন্ট। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৮-২১ ব্যবধানে সিন্ধুকে হারিয়ে দেন তাঁর জাপানি প্রতিপক্ষ।

পরের সেটে ইয়াগুচির দাপটে ছন্নছাড়া হয় পড়েন সিন্ধু। ১৫-২১ ব্যবধানে হেরে যান তিনি।তবে সিন্ধু যখন ব্যর্থ, তখন এই টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র ভরসা এখন সাই প্রনীত। টুর্নামেন্টের পুরুষদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন তিনি। হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রতিপক্ষ টি সুগারতিওকে। গোটা ম্যাচ সমান দাপটে খেলে ২১-১২, ২১-১৫ ব্যবধানে সুগারতিওকে হারান তিনি।

চার নম্বরে খেলার জন্য প্র্যাকটিস করছেন ঋষভ পন্থ

বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েও তেমন পারফরম্যান্স তুলে ধরতে পারেননি। অভিজ্ঞতার অভাব দেখা গিয়েছেঋষভপন্থের। তবুও আগামিদিনে তার ওপর ভরসা রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। চার নম্বরের জন্যঋষভপন্থকেই যোগ্য দাবিদার মনে করছে বোর্ড।আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেঋষভপন্থকেই চার নম্বর ব্যাটসম্যান এবং দলের প্রধান উইকেটকিপার হিসেবে তুলে ধরছে ভারতীয় দল।মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পরে তাঁকেই উইকেটকিপার হিসেবে এবং তরুণ ব্যাটসম্যান হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করছে বোর্ড।ঋষভবলেছেন, ''চার নম্বরে ব্যাট করতে আমি পছন্দ করি।

এর আগেও আইপিএলে আমি চার নম্বরে ব্যাটিং করেছি।চার নম্বরে আমি কোনও রকম নিজস্ব স্টাইল ব্যবহার করি না।

সবসময় ম্যাচ সিচুয়েশন অনুযায়ী খেলতে পছন্দ করি।''ঋষভ আরও বলেছেন, ''আমি দেশের হয়েসর্বপ্রথমটেস্ট খেলা শুরু করি। টেস্ট খেলার সময় আমি শিখেছি কী ভাবে একটি ইনিংস সাজাতে হয়।আমি এখন শুধুমাত্র ফোকাস করছি ভাল খেলার দিকে।

আমার কোচ আমায় বলেন যে প্রতি বছর খেলায় নতুন কিছু আনার চেষ্টা করতে হবে কারণ বর্তমানে প্রতিটি খেলোয়াড়ের পদক্ষেপ দেখা হয় প্রতিমুহূর্তে। তাই আমি চেষ্টা করি সবসময় নতুন কিছু শেখাব।''''প্রসঙ্গত পন্থ বিশ্বকাপের আগে মাত্রপাঁচটি ওয়ান ডে, ন''টি টেস্ট এবং ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী ভারতীয় দলে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি দলে একমাত্র উইকেটকিপার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন পন্থ।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন মহম্মদ আমির

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বাঁ''হাতি পাক ফাস্ট বোলার মহম্মদ আমির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন। শুক্রবার এই কথা ঘোষণা করে পাক ক্রিকেট বোর্ড। পাক বোর্ডর তরফে আমিরের বক্তব্য জানানো হয়েছে। বোর্ডকে লেখা মেলে তিনি বলেন, ''পাকিস্তান ক্রিকেটের হয়ে সব ধরণের ক্রিকেটে খেলতে পারাটা গর্বের। আমি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চাই। যাতে সাদা বলের ক্রিকেটে মন দিতে পারি। দেশের হয়ে খেলাটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আমি সবসময় নিজের সবটা দিয়েই খেলার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করছি, আগামী দিনেও খেলার সময় আমি পুরো ফিট থাকতে পারব। সামনের বছর টি ২০ বিশ্বকাপ আমার প্রধান লক্ষ্য।'' আমির আরও জানিয়েছেন, ''অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই এই ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম। সামনেই আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানে অনেক ভালো পেস বোলার আছেন। তাই আমার মনে হয়েছে এটাই সরে যাওয়ার সেরা সময়। তাই আমি সরে যাচ্ছি। আমি আমার দলের ক্রিকেটার, বিপক্ষ ক্রিকেটারদের ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সঙ্গে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাকে দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য।'' ২০০৯ সালের জুলাই মাসে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে অভিষেক হয় এই বাঁহাতি পেস বোলারের। শরুতেই নজর কাড়েন আমির। কিন্তু পরের বছরই লর্ডসে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন স্পট ফিক্সিং-এর অভিযোগ আসে তাঁর বিরুদ্ধে। পাঁচ বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নির্বাসন দেওয়া হয় আমিরকে। নির্বাসন কাটানোর পর ফের দলে সুযোগ পান আমির। ৩৬ টেস্টে ১১৯ উইকেট নিয়েছেন আমির। চলতি বছর বিশ্বকাপেও ভালো পারফর্ম করেছেন মহম্মদ আমির।

ঘুষ নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার দিল্লির সহকারী কোচ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ঘুষ নেওয়ার অপরাধে এক সহকারী কোচকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখা। দিল্লি রনজি দলে সুযোগ দেওয়ার নাম করে একাধিক ক্রিকেটারের কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ নিয়েছে ওই সহকারী কোচ। অভিযোগ এমনই। কিন্তু রনজি দলে সুযোগ মেলেনি। এরপরেই প্রতারিত ক্রিকেটাররা গোটা ঘটনাটি জানায় বিসিসিআইকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আবার তদন্তভার দেয় দিল্লি পুলিশকে। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই কোচকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে দিল্লির অনূর্ধ ১৬ ও ১৯ দলে সুযোগ দেওয়ার নাম করে একাধিক তরুণ ক্রিকেটারের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়েছে ওই কোচ। তরুণ ক্রিকেটারদের দাবি, কয়েকটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুধু দু'একটি ম্যাচ খেলানো হয়েছে তাঁদের। গত ৫ মার্চ ওই সহকারী কোচের নামে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় বিসিসিআই। তদন্ত শুরু হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০৩-এ নেমে এল ভারতীয় ফুটবল দল

ইন্টার-কন্টিনেন্টাল কাপে একটি ম্যাচও না জেতার খেসারত দিতে হল ভারতীয় ফুটবল দলকে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে আগের থেকে দুই ধাপ নামলেন সুনীল ছেত্রীরা। বৃহস্পতিবার ফিফার প্রকাশিত তালিকায় ১০৩ নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত।গত এপ্রিলে একবার বিশ্ব র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছিল ফিফা। সেই তালিকায় ভারত ছিল ১০১ নম্বর স্থানে। তারও আগে চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের দৌলতে বিশ্ব ফুটবলে দীর্ঘদিন ৯৭ নম্বর স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল ভারত। কিন্তু চলতি বছরের শুরু থেকেই সুনীল ছেত্রীদের পারফরম্যান্সের গ্রাফ নিচে নামতে শুরু করে।গত জানুয়ারিতে সৌদি আরবে আয়োজিত এশিয়ান কাপে গ্রুপ স্তর থেকেই ছিটকে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দল। এর জন্য ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ নেমে যায় মেন ইন ব্লু। অন্যদিকে সদ্য শেষ হওয়া ইন্টার-কন্টিনেন্টাল কাপেও সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেনি ভারত। তাজিকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার কাছে যথাক্রমে ৪-২ ও ৫-২ গোলে হেরে যান সুনীল ছেত্রীরা। শেষ ম্যাচে সিরিয়ার সঙ্গেও ড্র করে ভারত। এরপরেই ছেত্রীদের র্যাঙ্কিং আরও দুই ধাপ নেমে ১০৩-এ এসে পৌঁছয়।উল্লেখ্য, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের এশিয়ান কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় রাউন্ড আয়োজন করার দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা।

ভারতের বোলিং কোচ থাকতে পারেন অরুণই, আতস কাচের নিচে বাঙ্গার

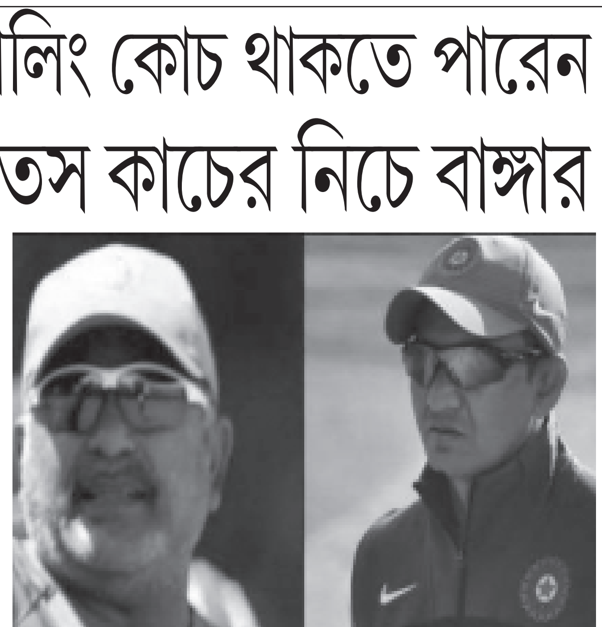

পরিবর্তনের হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোলিং কোচের চাকরি ধরে রাখতে পারেন ভরত অরুণ। তবে ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের চাকরি থাকার সম্ভাবনা কম বলেই বিসিসিআই সূত্রে খবর।ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং তো বটেই, এমনকী টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রবি শাস্ত্রীর চাকরিও চিকন সুতোর বাঁধনে ঝুলছে বলা চলে। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচিং বিভাগে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে টিম ইন্ডিয়া ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ফিরলেই কোচদের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।সেক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে, বিশ্বকাপে বল হাতে জসপ্রীত বুমরা, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ শামিরা দারুণ পারফরম্যান্স করায়, ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণের কাজে খুশি বিসিসিআই। অন্যদিকে মূলত ব্যাটিং বিপর্যয়ের জন্যই যে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত হারে। তার দায় টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের উপর চাপানো হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। টুর্নামেন্ট জুড়ে শক্তিশালী মিডিল অর্ডার তৈরি করতে না পারায় ভারতের প্রাক্তন অল-রাউন্ডার চাকরি হারাতে পারেন বলে খবর।ওদিকে, জন্টি রোডসের মতো লেজেন্ড ভারতের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার আবেদন জানালেও, ওই দায়িত্বে আর শ্রীধরকেই রাখা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। শ্রীধরের কোচিংয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিল্ডিংয়ে উন্নতি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বার্সায় ম্যাচ খেলার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতে পারে গ্রিজম্যানের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: সম্প্রতি বার্সিলোনায় যোগ দিয়েছেন। অনুশীলনেও নেমে পড়েছেন। মেসির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়েও আছেন। কিন্তু নতুন ক্লাবের হয়ে ম্যাচ খেলার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতে পারে ফরাসি তারকা আঁতোয়া গ্রিজম্যানের। রিলিজ ক্লজ হিসেবে যে অর্থ পাওয়ার কথা, তার থেকে কম অর্থ দিয়েছে বার্সিলোনা। এমনটাই অভিযোগ গ্রিজম্যানের পুরনো ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। ইতিমধ্যে লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগপত্রও পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। গ্রিজম্যানের বার্সিলোনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত রদ করা হোক, এমনই দাবি করেছে তারা। লা লিগা প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার টিবাস বলেছেন, 'অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ অভিযোগ দায়ের করেছে। ফলে গ্রিজম্যানকে ছেড়ে দেওয়ার লাইসেন্স বার্সাকে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এভাবে প্লেয়ারের ট্রান্সফার রদ করা যায়। লা লিগা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৭ সালেও গ্রিজম্যানকে নিয়ম ভেঙে প্রস্তাব দিয়েছে বার্সিলোনা, ফিফার কাছে এমন অভিযোগ করেছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

ক্যারিয়ারের সেরা গোল করলেন হ্যারি কেন

পেশাদার ক্যারিয়ারে অনেক অসামান্য গোল করেছেন হ্যারি কেন। তবে রোববার (২১ জুলাই) জুভেন্টাসের বিপক্ষে করা জয়সূচক গোলটিকে ক্যারিয়ারের সেরা গোল মনে করেন এই টটেনহাম ফরোয়ার্ড।সিঙ্গাপুর জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে জুভেন্টাসের মুখোমুখি হয় টটেনহাম। নির্ধারিত ৯০ মিনিট পর্যর্ন ২-২ ব্যবধানে সমতায় থাকা ম্যাচে স্পার্সদের জয় এনে দেয় কেনের গোল। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে মাঝ মাঠের জটলার ভেতর থেকে শট নেন তিনি। জুভ গোলরক্ষক ভোইসিয়েক জেকজেসনিকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়ায় জালে।গোলটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কেন। নিজের অফিসিয়াল টুইটারে ২৫ বছর বয়সী ইংলিশ অধিনায়ক লিখেন, 'এটা সম্ভবত আমার ক্যারিয়ারের সেরা গোল। আমি দেখলাম গোলরক্ষক তার লাইন থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে। তাই আমি সুযোগটা নিলাম। আমি দেখলাম সে (জুভেন্টাস গোলরক্ষক) সামনে এগিয়েছে এবং ভাগ্যক্রমে বলটি জালে জড়ায়। আমি মনে করি এটা সেরা এক গোল।'প্রাক-মৌসুমে কেনের দুর্দান্ত গোলের জয় পাওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন স্পার্স কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনো। প্রিয় শিষ্যের গোলটি নিয়ে আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, 'এটা হ্যারির অবিশ্বাস্য গোল। আমি মনে করি, প্রাক-মৌসুমে গোল করাটা তার জন্য ভালো। এই ম্যাচে জয় পাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু তারা নিজেদের সেরাটা দিয়ে প্রতিযোগিতা করেছে এবং জয় না পাওযার চাইতে সবসময় জয় পাওয়া ভালো।'

কিউয়িদের বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলা কোচ এবার বিরাটদের দায়িত্ব নিতে চান

টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের পদে আবেদন করছেন এমন একজন। যাঁর কোচিংয়ে নিউজিল্যান্ড খেলেছে বিশ্বকাপ ফাইনাল। সূত্রের খবর, মাইক হেসন ভারতীয় দলের হেড কোচের পদে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। বিসিসিআই কোচের পদে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ বেছে নেওয়া হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ইতিমধ্যেই একাধিক হেভিওয়েট নাম কোচের পদে আবেদন করেছেন। তালিকায় নতুন সংযোজন হতে চলেছেন মাইক হেসন। টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হেসন। প্রায় ৬ বছর নিউজিল্যান্ডের হেড কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি কোচের পদে পদত্যাগ করেন। ২০১৫ বিশ্বকাপে হেসনের কোচিংয়েই বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে তারা হেরে যায়। এই মুহূর্তে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কোচ হেসন। তবে স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি মাথায় রাখতে হচ্ছে হেসনকে।

কার্গিল দিবস উপলক্ষ্যে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

অশালীন মন্তব্যে লোকসভায় তীব্র নিন্দার মুখে আজম খান, সংসদেই ক্ষমা না চাইলে কড়া পদক্ষেপ, জানালেন স্পিকার

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.) : লোকসভাতেই ক্ষমা চাইতে হবে সমাজবাদী পার্টির (সপা) সাংসদ আজম খানকে, লোকসভায় বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তই নিলেন স্পিকার ওম বিড়লা। বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) সাংসদ রমা দেবীর প্রতি সপা সাংসদ আজম খানের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের পর শুক্রবার বিকালে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ক্ষমা না চাইলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাঁর বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার সমাজবাদী পার্টির (সপা) সাংসদ আজম খানের আশালীন মন্তব্যের পর থেকেই বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় ওঠ রাজনৈতিক মহলে। শুক্রবার সকাল থেকেই লোকসভায় সপা সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হন লোকসভার অধিকাংশ সদস্যই। এরপর বিরোধী দলের সদস্য কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী, তেলগু দেশম পার্টির (টিডিপি) সাংসদ জয়দেব গাল্লা, বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সাংসদ দানিশ আলি, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে সহ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি বৈঠক করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ওই বৈঠক শেষেই বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ স্পিকার নির্দেশ দেন, লোকসভাতেই ক্ষমা চাইতে হবে আজম খানকে। ক্ষমা না চাইলে সপা সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তিনি। বিজেপি সাংসদ রমা দেবীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের পর এদিন লোকসভায় আজম খানের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিমি চক্রবর্তীও।

বিতর্কের সূত্রপাত বৃহস্পতিবার, স্পিকারের অনুপস্থিতিতে আসনে বসেছিলেন বিজেপি সাংসদ রমা দেবী। কথোপকথনের সময় রমা দেবীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন আজম খান। শুরু হয় চিতার চেঁচামেচি, ড্যামেজ কন্টোলেরও চেষ্টা করেন অখিলেশ যাদব। অসন্তুষ্ট রমা দেবী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা চলে আসেন। সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদ আজম খানের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও দিনভর উত্তাল হয় লোকসভা।

এদিন লোকসভায় বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র মহিলাদের সমস্যা ভেবে, ছোট করে দেখা উচিত নয়। বৃহস্পতিবার সংসদে কী হয়েছিল, তা দেশের প্রতিটি জনগণ দেখেছে। প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, এক সুরে কথা বলুন। মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পর শুধুমাত্র নাটক করে আপনি (আজম খান) ছাড় পাবেন না।'

সপা সাংসদ আজম খানের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে, লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লার কাছে বিশেষ আর্জি রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'গতকাল যা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এবং নিন্দা করছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং উৎসাহজনক। অনুরোধ করব আজম খানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হোক। নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়ের রাজনীতিকরণ করাটা অবমাননাকর। আমাদের একসঙ্গে এর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত। কারওর এতে দ্বিধা কেন থাকছে? কিসের সঙ্কট? কেন রাইডার যোগ করা হবে?' এরপর কংগ্রেসের সাংসদদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্যে বাধা দেওয়ার জন্য আমি কারওর নাম নিচ্ছি না।'

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, 'আজম খানকে হয় ক্ষমা চাইতে হবে, অথবা লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত, এটাই আমাদের দাবি।'

শাসক দল তো বটেই, আজম খানের মন্তব্যের নিন্দায় সরব বিরোধী অধিকাংশ দলের সাংসদরাও। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলনেতা অধীর চৌধুরী নিন্দা করে বলেন, """কংগ্রেস সব সময়ই নারীর অসম্মান, অবমাননার বিপক্ষে। কিন্তু সনিয়া গাঁধীকেও লোকসভায় কুকথা বলা হয়েছে। এমনকি, "ইতালি কি কাঠপুতলি"র মতো মন্তব্যও করা হয়েছে।"""

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিমি চক্রবর্তী বলেছেন, 'স্পিকার স্যার, এখানে উপস্থিত সমস্ত মহিলারা এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন।' প্রত্যেকের বক্তব্য শোনার পর স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা জানিয়েছেন, 'আমি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকব, এরপরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' আজম খানের বিরুদ্ধে সরব হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, তিন তালাক বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার আলটোপকা মন্তব্য করে বসেন আজম খান। যদিও, আজম খান জানান, রমা দেবীকে 'বোনের মতো' দেখে যা বলার বলেছেন। তাঁর বক্তব্যে যদি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সকালবেলা স্কুল উমাকান্ত স্কুলে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। আগামী ১লা আগস্ট থেকে রাজ্যের বেশ কিছু স্কুলে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একই সঙ্গে পঠনপাঠন শুরু হবে। সকাল ৮টা থেকে স্কুল শুরু হবে। চলবে দুপুর ১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। রাজ্য সরকার বর্তমানে সিবিএসই পাঠ্যক্রম চালু করে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে রাজ্যের সবকটি স্কুলে এখনই এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এর মূল কারণ হল বিভিন্ন স্কুলে পরিকাঠামোর অভাবে দুইটি শিফটে পঠনপাঠন হচ্ছে। যেসব স্কুলের এক শিফটে পঠনপাঠন চালু করা সম্ভব সেক্ষেত্রেই সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত স্কুল চালানো হবে। এসব বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে রাজধানীর উমাকান্ত স্কুলে শুক্রবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় স্কুল কখন ছুটি হবে এবং মিড ডে মিল কখন দেওয়া হবে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অবগত করা হয়।

আড়ালিয়ায় অগ্নিদগ্ধ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়া এলাকায় এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। ওই মহিলার নাম লক্ষ্মী ঘোষ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। জানা যায়, ওই মহিলা আড়ালিয়ায় মেয়ের বাড়িতে থাকতেন। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন চিকিৎসাও চলছে। শুক্রবার ভোরে মেয়ে ও মেয়ের জামাই ঘুমোচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ই তিনি গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন বলে জানান, মেয়ে ও মেয়ের জামাই। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অগ্নিদগ্ধ মহিলা।

গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পে ফায়ারিং অনুশীলনের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিমূলে বিশালগড় মহকুমার গোকুলনগরে টিএসআর-এর এক নং ব্যাটেলিয়নকে ছোট আকারের অস্ত্র নিয়ে ফায়ারিং অনুশীলনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই অনুমোদনের সময়সীমা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি জারির সময় অর্থাৎ ২৪ জুলাই, ২০১৯ থেকে তিন বছর। বিশালগড় মহকুমার যে জায়গায় এই অনুশীলন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে গোকুলনগর মৌজায় ১০.৪৭ একর টিলা জমি যার খতিয়ান নম্বর হল ১/৩৪ এবং সিএসপ্লট নং ৪১৩৩। এই জায়গাটি গোকুলনগর টিএসআর-এর এক নং ব্যাটেলিয়নের আওতায় রয়েছে।

১৫ আগস্ট পালনের উদ্দেশ্যে শিলচরে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সভা

শিলচর (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : দেশের অন্যান্য প্রান্তের

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুড়ি বানিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী দ.ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি এলাকার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরা লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম)-এর প্রশিক্ষণ পেয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী হয়েছেন দক্ষিণ জোলাইবাড়ি এলাকার লোকনাথ মহিলা সমিতির সদস্যরা। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে এই স্বসহায়ক দল।

জোলাইবাড়ি ব্লকের তদানীন্তন বিডিও সুভাষ দত্ত এই মহিলা সমিতিকে নিজেদের পরিবারের কাজ করার পাশাপাশি আর্থিক স্বাবলম্বী হতে স্বসহায়ক দল গঠন করেছিলেন। বর্তমানে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও ড় অভিজিৎ দাস এবং টিআরএলএম-এর কর্মরত কর্মীদের সহযোগিতায় লাভের মুখ দেখছে এই স্ব-সহায়ক দলটি।

জানা গেছে, বিগত দিনে জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনস্থা সমস্ত স্বসহায়ক দলকে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জোলাইবাড়ি ব্লকের এগ্রি স্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য ব্লকের পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান গৌরী ভৌমিক।

স্বসহায়ক দলের সদস্যারা জানিয়েছেন, বিডিও ড় অভিজিৎ দাস ও টিআরএলএম-এর আধিকারিকরা প্রতিনিয়ত গিয়ে কাজের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলস্বরূপ তাঁদের অনুপ্রেরণায় দলের মহিলারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে একটি মুড়ি মেশিন ক্রয় করেন। দলের মহিলারা গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখ এই মেশিনটি চালু করেন। বর্তমানে এই মেশিন দিয়ে লোকনাথ মহিলা দলের সদস্যরা মুড়ি বানিয়ে প্রতিদিন ভালো টাকা উপার্জন করছেন। তাঁরা আশা করছেন, এভাবে অর্থ উপার্জন করে তাঁরা আগামীতে আরও উন্নতি লাভ করবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে পিএসি চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নিলেন অধীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার প্রায় পর পরই কংগ্রেসের লোকসভার নেতা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আসন সংখ্যার বিচারে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা না পেলেও সংসদে সব থেকে বড় বিরোধী দল হওয়ায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদটিও প্রাপ্য ছিল কংগ্রেসের ঊ আর কংগ্রেসের তরফে বহরমপুরের সাংসদকেই পিএসির চেয়ারম্যান করা হয় ঊ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবেই এই সাংবিধানিক পদের পদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অধীরবাবু।

নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার পদ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ মর্যাদার সমতুল। অধীরবাবু বিরোধী দলনেতা না হওয়ায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল মর্যাদা পাননি। কিন্তু পাবলিক অ্যাকাউন্টস চেয়ারম্যান হিসাবে এ বার সেই মর্যাদা পেয়ে গেলেন তিনি। এর অর্থ পরিষ্কার। বাংলা থেকে একমাত্র অধীর চৌধুরীরই বর্তমানে ক্যাবিনেট র্যা ঙ্ক রইল। এর ফলে সংসদে তাঁর নিজস্ব দফতর থাকবে। সরকারি গাড়ি ও অন্য সুবিধা পাবেন। শুক্রবার সংসদের ওই অফিসে গিয়েই দায়িত্ব বুঝে নেন অধীরবাবু। এর আগে এই পদে ছিলেন কংগ্রেস দলনেতা ছিলেন মল্লিকার্জুন খার্গে পিএসি চেয়ারম্যান পদের গুরুত্ব রয়েছে। ক্যাগের রিপোর্ট-সহ গুরুত্বপূর্ব রিপোর্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি। সরকার পক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন দল থেকে এই কমিটির সদস্যদের মনোনীত করা হয়।

বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত জনগনমণ-র সমতুল্য মর্যাদা নয় : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত জনগনমণ-র সমতুল্য মর্যাদা নয় ঊ শুক্রবার বিজেপি নেতার আর্জি খারিজ করে জানাল দিল্লি হাইকোর্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দেমাতরম গানটিকে, জাতীয় সংগীত জনগনমণ-এর সমান সম্মান প্রদর্শনের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়। সেই সঙ্গে দেশের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে প্রার্থনার সময় বন্দেমাতরম গানটি গাওয়া বাধ্যতামূলক করার আর্জিতে মামলা করেন উপাধ্যায়।শুক্রবার তার সেই আর্জি খারিজ করে জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বন্দেমাতরম গান কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল সেই উল্লেখ করেই মামলা করেন অশ্বিনী উপাধ্যায়। সেই সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় যেভাবে সরকারি প্রোটোকল মানা হয়। একই ভাবে বন্দেমাতরম গাওয়ার সময়ও সরকারি প্রোটোকল মানার আর্জি জানিয়েছিলেন উপাধ্যায়। সেই মামলাতেই এবার বন্দেমাতরমকে জনগনমণের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়ার আর্জি খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট।

এর আগে ২০১৭ সালে পৃথক একটি জনস্বার্থ মামলায় বন্দেমাতরমকে বিশেষ সম্মান জানানো নিয়ে পিটিশন জমা পড়েছিল। সেবারও আর্জি খারিজ হয়েছিল।

আহমেদাবাদের আবাসিক বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ধোঁয়ায় গুরুতর অসুস্থ দু'জন

আহমেদাবাদ, ২৬ জুলাই (হি.স.): বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে গুজরাটের আহমেদাবাদের একটি বহুতলে। শুক্রবার দুপুরে আহমেদাবাদের গোটা লোকালিটিতে অবস্থিত গণেশ জেনেসিস বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। আহমেদাবাদ-গান্ধীনগরের মধ্যে সংযোগকারী এস জি হাইওয়ের কাছে অবস্থিত ওই বহুতলের আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বহুতলটি। বহুতলের পাঁচ ও ছ'তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়েঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পরই কমপক্ষে ৩০ জনকে বহুতল থেকের নিরাপদে উদ্ধার করেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থায় আশঙ্কাজনক। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন অবশ্য নিয়ন্ত্রণে এসেছেঊ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ দমকল অফিসার রাজেশ ভাট জানিয়েছেন, 'বহুতলের পাঁচ ও ছ'তলায় আগুন লাগেঊ বহুতল থেকে প্রত্যেককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থায় আশঙ্কাজনকঊ' কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

স্বঘোষিত অভিভাবকদের চিঠির পাল্টা জবাব, ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ।। গণপিটুনি এবং অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া সমাজের ৪৯ জন বিদ্বজনের চিঠির পাল্টা জবাবি চিঠি দিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়ে খোলা চিঠি দিলেন অভিনেত্রী কঙ্গণা রানাউত, গীতিকার প্রসূন যোশী, পরিচালক মধুর ভান্ডরকর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্বজ্জনরাই! পূর্বের চিঠির বিষয়কে মূলত "নির্দিষ্ট ক্ষোভ এবং মিথ্যা বর্ণনা" বলে দাবি করা হয়েছে শুক্রবারের এই চিঠিতে। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই খোলা চিঠিতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে পূর্বের চিঠিটিকে। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা বিদ্বজ্জনদের বুধবারের ওই খোলা চিঠিটি "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলেও দাবি করা হয়েছে এদিনের জবাবি চিঠিতে।

'সরকারবিরোধী কথা বললেই গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহীর তকমা, জয় শ্রীরাম ধ্বনি পরিণত হয়েছে যুদ্ধের স্লোগানে', এরূপ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিনায়ক সেন, শ্যাম বেনেগাল, অপর্ণা সেনের মতো বিদ্বজ্জনরা গত ২৩ জুলাই একটি খোলা চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। বুধবার দুপুরে এই চিঠির কথা জানাজানি হওয়ার পরেই তৎপরতা শুরু হয়ে যায় কীভাবে বিদ্বজ্জনদের 'ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ' প্রতিহত করা যায়, তা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য না-করলেও বুদ্ধিজীবীদের ঝাঁঝালো চিঠি সেদিনই খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে। এদিন কঙ্গণা রানাউত, প্রসূন যোশী, সোনাল মানসিং, পন্ডিত বিশ্বমোহন ভাট, মধুর ভান্ডরকর, বিবেক অগ্নিহোত্রী-সহ মোট ৬১ জনের সাক্ষর সম্বলিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'জাতি ও গণতন্ত্রের মধ্যে থাকা ৪৯ জন "স্বঘোষিত অভিভাবক" এবং "বিবেকহীন" ব্যক্তি পুনরায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করে নির্দিষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।...নকশালি হামলায় আদিবাসীরা যখন আক্রান্ত হন, সন্ত্রাসবাদীরা যখন কাশ্মীরে ছোটদের স্কুল উড়িয়ে দেয়, দেশকে "টুকরো-টুকরো" করার স্লোগান যখন ওঠে, তখন ওই চিঠির স্বাক্ষরকারীরা আওয়াজ তোলেন না। তাঁরা তখন চুপচাপ ও নির্বিকার থাকেন।' সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'মোদী সরকারের আমলে বিরোধীদের সমালোচনার সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, সংবিধানে দেশ বিভাজনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। ড. বি আর আম্বেদকর স্কুলে শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশান অব চাইল্ড রাইটস এর উদ্যোগে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মশালা সম্পর্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপার্সন বলেন, দেখা গেছে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে অভিভাবকদের শামিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিআর আম্বেদকর স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০৫জন। শুক্রবার উপস্থিত রয়েছে ৬৬জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিত নিশ্চিত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কেন ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত থাকছে তার কারণ খুঁজে বের করারও উদ্যোগ নিয়েছে শিশু কমিশন। তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।